NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রাজনৈতিক তথ্যর চলমান অভিধান দেবাশিস ভট্টাচার্যর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

জবকার্ড ধারীদের থেকে বকেয়া মজুরির তথ্য সংগ্রহ শুরু বাঁকুড়ায় ৫

কলকাতা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৬ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.2.2024, Vol.17, Issue No. 248, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বড় জয় টিম ইন্ডিয়ার

রাজকোট, ১৮ ফেব্রুয়ারি: রাজকোটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ভারতীয় ক্রিকেট দলের। রাজকোট টেস্টে কার্যত রাজত্ব করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। মাত্র ৪ দিনেই শেষ হয়ে গেল ভারত বনাম ইংল্যান্ড রাজকোট টেস্ট ম্যাচ। যার জেরে ৪৩৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেল টিম ইন্ডিয়া। মাত্র একটা সেশনেই ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা ৮ উইকেট হারানোর পাশাপাশি ম্যাচটাও হাতছাড়া করে ফেলে। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবথেকে বড় ব্যবধানে জয় হিসেবে রেকর্ডবুকে নামও উঠে গেল ভারতীয় ক্রিকেট টিমের। সঙ্গে চলতি পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়া ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট দলের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে টিম ইন্ডিয়া উঠে এল দ্বিতীয় স্থানে।

সন্ন্যাসীর জীবনাবসান

ছত্তিশগড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি: জৈন সন্ন্যাসী আচার্য বিদ্যাসাগর মহারাজের জীবনাবসান হল। শনিবার মধ্যরাতে ছত্তীসগঢ়ের রাজনন্দগাঁও জেলার চন্দ্রগিরি তীর্থে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রগিরি তীর্থের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয় বিদ্যাসাগর মহারাজের। সন্ন্যাসীর প্রয়ানে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী পোস্ট করেন, ‘তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। সারা জীবন তিনি মানুষের মধ্যে সুস্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। আমার সৌভাগ্য, আমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম।’

জল্পনা বাড়িয়ে পদ্মে ‘কমল’!

নয়াদিল্লি,১৮ ফেব্রুয়ারি: হাত ছেড়ে পদ্মই কি তুলে নেবেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। শনিবারের পর রবিবার সন্ধে পর্যন্ত দল বদলের পাকা খবর না এলেও, এদিনের বিবৃতিতে সেই সম্ভবনাকেই আরও একবার উস্কে দিলেন কংগ্রেস নেতা। রবিবার কমল নাথ দলবদলের জল্পনা উড়িয়ে দেননি। বরং কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে কমল বলেন, ‘এই ধরনের কিছু ঘটলে আপনাদেরই প্রথমে জানাব। আমি কারও সঙ্গে কোনও কথা বলিনি।’ ছেলে কংগ্রেস সাংসদ নকুল নাথকে নিয়ে শনিবার দিল্লিতে গিয়েছেন কমল। তার আগে নকুল নিজের এক্স হ্যান্ডলে থেকে ‘কংগ্রেস’ পরিচয় মুছে দেন। যা জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিয়ে দিয়েছিল। বিজেপি সূত্রে খবর, সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তবে তাঁর দলীয় সতীর্থদের মধ্যে একাংশ এখনও মনে করেন কমল কংগ্রেস ছেড়ে যাবেন না।

সন্দেশখালি কাণ্ডে ইডি-বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

আধার কার্ড নিয়েও দাগলেন তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সন্দেশখালি কাণ্ডের জেরে কেন্দ্রের শাসকদলকেই কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বীরভূমের সিউড়িতে প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে সন্দেশখালি নিয়ে অশান্তির পেছনে বিজেপিকেই দায়ী করলেন তিনি। মমতার দাবি, সন্দেশখালির ঘটনা ‘তিলকে তাল’ করে দেখানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রথমে ইডি এবং পরে তাদের ‘বন্ধু’ বিজেপি গিয়ে সেই গোলমালে ইন্ধন দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘আমি পুলিশের টিম পাঠাব। যা অভিযোগ তাঁদের বলবেন। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টরা অ্যারেস্ট হয়েছেন।’ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকানো থেকে এনআরসি, একাধিক বিষয় নিয়ে তোপ দাগলেন কেন্দ্রকে। বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন, জেলায় বহু মানুষের আধার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে বলে।

তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন বলেন, ‘সন্দেশখালিতে একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রথমে ইডি-কে পাঠিয়েছে। তার পর তাদের বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে। তিলকে তাল করা হয়েছে। শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি অফিসার পাঠাব, যার যা অভিযোগ আছে, বলবেন। কেউ যদি কিছু নিয়ে থাকে, সব ফেরত দেওয়া হবে।’

গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহান শেখের বাড়িতে ইডির তল্লাশি করতে যাওয়া এবং আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আর দেখা মিলছিল না তাঁর। শাহজাহান অনুগামী শিবু হাজরা তার পর থেকে অধরা ছিলেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি শিবু, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগে গর্জে ওঠে সন্দেশখালি। ভাঙচুর চলে জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৎকালীন অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি উত্তমের বাড়িতে। সেই ঘটনার পর উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরা দু’জনেই একে একে গ্রেপ্তার হয়। তাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত গণধর্ষণের ধারাও যোগ করা হয়েছে।

রবিবার সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আজ পর্যন্ত কোনও মহিলা কোনও অভিযোগ করেননি। আমি পুলিশকে বলি, স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ করতে। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমি কিছু বললে, করে দেখাই। ভাঙড়ে আরাবুলও তো গ্রেপ্তার হয়েছে। ও তো আমাদের কর্মী! তোমরা কত জনকে গ্রেপ্তার করেছ?’

মমতার কথায়, ‘শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। এরা হচ্ছে শূন্য কলসি। কিচ্ছু নেই। দিল্লি হ্যাঁ বললে ধিতাং ধিতাং বলে নৃত্য করে। না বললে মনখারাপ করে ঘরে বসে থাকে। দিল্লির দয়ায় রাজনীতি করে। বাংলাকে ভালবাসে না। এরা বাঙালিবিরোধী, মহিলাবিরোধী, দলিতবিরোধী, কৃষকবিরোধী।’ রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, মমতার ইঙ্গিত ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দিকে।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সেই আবহেই এবার মারাত্মক অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক জেলায় বহু মানুষের আধার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করলেন তিনি। মমতার দাবি, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ যাতে লদীর ভাণ্ডার এবং অন্য প্রকল্পের টাকা না পায়, তার জন্য চক্রান্ত চলছে। তাঁর কথায়, ‘আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আধার না থাকলেও আমাদের কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না। নিজেদের কার্ড দিয়ে চালিয়ে যাব। দিল্লি যা করছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।’

লোকসভা নির্বাচনে এনআরসি চালু করতে কেন্দ্রের তরফে নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন মমতা। তিনি জানান, এক মাসের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা হবে। তার আগে ভোটের পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভোটার লিস্টে সকলের নাম তুলতে হবে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে এদিন মমতা নির্দেশ দেন, ‘কার কার কার্ড বাতিল হচ্ছে দেখুন। একটি পোর্টাল খুলুন দেখি। যাঁদের কার্ড বাতিল হচ্ছে, আমাদের জানান। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেব।’ প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই মঞ্চ থেকেই তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখ থেকেই পশ্চিমবাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা তিনি দেওয়া শুরু করবেন।

নতুন তিন মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: আরও তিন মেডিক্যাল কলেজ পেতে চলেছে রাজ্য। সিউড়ির সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তমলুকে তাম্রলিপ্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল,এবং বারাসাতেও সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি করবে রাজ্য সরকার।

> **নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ যাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং অন্য প্রকল্পের টাকা না পায়, তার জন্য চক্রান্ত চলছে। তাঁর কথায়, ‘আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আধার না থাকলেও আমাদের কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না। নিজেদের কার্ড দিয়ে চালিয়ে যাব। দিল্লি যা করছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।’**
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

ভোটে জিততে মোদির ‘পাঁচ মন্ত্র’ ১০ বছরের কাজের খতিয়ান বক্তৃতায়

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। কেন্দ্রের মসনদ দখলে প্রতিটা দলই তাদের মতো করে ‘স্ট্র্যাটেজি’ সাজাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা যাতে হাতছাড়া না হয়, কীভাবে সাফল্যের সঙ্গে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যাবে রবিবার দিল্লিতে বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশন থেকে সেই মন্ত্রই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিজেপি নেতাদের কথায়, পাঁচ ‘মন্ত্র’ দিয়েছেন মোদি। শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশন বসে। রবিবার সেই অধিবেশন শেষ হয় মোদির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। এদিন বক্তব্যের শুরুতে নরেন্দ্র মোদি ১০ বছরে তাঁর সরকার কী কী কাজ করেছে, তার বর্ণনা দেন।

এদিন একেবারে শেষে উপস্থিত সকলকে দিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ যাতে ৪০০-র বেশি আসনে জিততে পারে, সে সংকল্প করিয়ে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভোটের স্লোগানও ঠিক করে দেন। বলেন, ‘এ বারের স্লোগান, আব কি বার, চারশো পার।’

পাঁচ বছর আগে এমনই এক অধিবেশন থেকে নরেন্দ্র মোদি দলের নেতা-কর্মীদের লোকসভা নির্বাচনে লড়ার ‘ভোকাল টনিক’ দিয়েছিলেন।

পর পর দু’বার দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও তৃতীয় বারের জন্য এত লড়াই কেন? এমন প্রশ্ন তুলে মোদী বলেন, ‘এটা রাজনীতির ভাবনা। কিন্তু আমি রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করি।’ এই প্রসঙ্গে শিবাজির উল্লেখ করে মোদি বলেন, ‘ছত্রপতি হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি লড়াই ছাড়েননি। কারণ, রাষ্ট্রের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল তাঁর জীবন।’

‘মোদির পাঁচ মন্ত্র’

- ভোটের আগে কী কী করতে হবে তার নির্দেশিকায় প্রথমেই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন এমন সব উপভোক্তাকারীর কাছে পৌঁছতে হবে। সকলের কাছে কাছে গিয়ে বলতে হবে প্রধান সেবক নরেন্দ্র মোদি তাঁদের প্রণাম জানিয়েছেন।
- দ্বিতীয় নির্দেশ, প্রতিটি নতুন ভোটারের কাছে বিজেপি কর্মীদের পৌঁছতে হবে। ১০ বছরে বিজেপি সরকার কী কী কাজ করেছে, তার বিবরণ দিতে হবে নতুন ভোটারদের।
- তৃতীয় নির্দেশ, ভোটের দিনে সকলকে বুথমুখী করে বিজেপির ভোট পোক্ত করতে হবে।
- চতুর্থ, বিজেপির থেকে দূরে রয়েছেন, এমন মানুষদের কাছে পৌঁছতে হবে।
- পঞ্চম নির্দেশ, এ সব করার জন্য নমো অ্যাপের সাহায্য নিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব, বেশি মানুষকে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের অ্যাম্বাসাডর বানাতে হবে।

‘দিদি নম্বর ওয়ানে’ খেলতে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শো ‘দিদি নম্বর ওয়ান’-এ প্রতিযোগী হয়ে যাবেন? এমনটাই কিন্তু শোনা যাচ্ছে। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, প্রতিযোগিতায় থাকবেন আরও নামজাদা দিদিরা। শোনা যাচ্ছে নৃত্যশিল্পী তথা সৌরভ পত্নী ডোনাও নাকি ওই পর্বেই থাকবেন। আরও এক প্রতিযোগী হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরুন্ধুতি হৌমচৌধুরীর। এমনটা সত্যি হলে যে সেদিন সকলের চোখ ওই টিভি চ্যানেলের বিশেষ শো-তে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

বেশ কয়েকদিন আগে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই সময়ে রচনার রাজনীতিতে আসা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে এখন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, রাজনীতি নয় বরং নিজের শো-এ আমন্ত্রণ জানাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী তথা দিদি নম্বর ওয়ানের সঞ্চালিকা রচনা।

সূত্রের খবর, শোয়ের শুটিং হতে পারে আগামী বুধবার। ঘটনাচক্রে, প্রথমে ওই দিন মমতার পঞ্জাবে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কৃষক বিক্ষোভের কারণে মমতা সেই সফর আপাতত স্থগিত রেখেছেন। ফলে শেষমুহূর্তে কোনও জরুরি কাজ না-থাকলে মমতা ওই দিন শুটিংয়ে থাকবেন। থাকার কথা নৃত্য শিল্পী তথা সৌরভ পত্নী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়েরও। ‘দিদি নম্বর ওয়ান’-এ চার জন প্রতিযোগী থাকেন। শোনা যাচ্ছে এই বিশেষ পর্বে তৃতীয় প্রতিযোগিনী হিসেবে ভাবা হয়েছে গায়িকা অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কথা। তবে চতুর্থ প্রতিযোগিনী কে হবেন, তা রবিবার পর্যন্ত জানা যায়নি। চেষ্টা চলছে কোনও মহিলা খ্যাতনামীকে আনার।

এমন একটা পর্ব হলে তা যে সকলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

মার্চ রাজ্যে আসছেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, বারাসাতে প্রধানমন্ত্রীর সভা। এই মুহূর্তে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে তেতে রয়েছে রাজ্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। এবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি থাপ্পড় মারবে, রাজনৈতিক থাপ্পড়। মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তা কোনওভাবে সহ্য করা যায় না। তার প্রতিবাদ জানাতে, মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন। এই সফরে কলকাতায় এসে তিনটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এমনটাও শোনা যাচ্ছে।

শিবু ‘প্রভাবশালী’, জামিনের বিরোধিতা পুলিশের, ৮ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিবু হাজরা। সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে গত কয়েকদিনে পুঞ্জিভূত জনক্ষোভ দেখেছে রাজ্য। সেই শিবুই শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে শনিবার রাতে। সম্পত্তি জবরদখল, গণধর্ষণ, খুনের চেষ্টা-সহ মারাত্মক সব অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। রবিবার শিবুর পক্ষের আইনজীবী ও পুলিশের বক্তব্য শুনে শেষ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের আবেদনই মঞ্জুর করলেন বসিরহাট আদালতের বিচারক।

রবিবার মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় তাকে যখন বসিরহাট থানা থেকে বার করা হয় , উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাকে দেখে ‘চোর’ ‘চোর’ স্লোগান দেয়। পলাতক শেখ শাহজাহানকেও গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন উত্তেজিত গ্রামবাসীরা।

শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শিবু হাজরার বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন সন্দেশখখালির মহিলারা। মহিলাদের অভিযোগ ছিল, স্বামী ও সন্তানের ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হত বাড়ির বউদের। সেখানে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হত। এ নিয়ে প্রথম দিকে কোনও লিখিত অভিযোগ না থাকলেও, পরবর্তীতে এক মহিলার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে শিবুর বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মতো অভিযোগের ধারা যুক্ত করে পুলিশ।

পুলিশের তরফ থেকে এদিন জামিনের বিরোধিতার পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। উল্লেখ করা হয় পালানোর চেষ্টা করেছিলেন শিবু। সেই সময়েই পুলিশের জালে পড়ে যান তিনি। শাসনের দক্ষিণ শিকারি ঘেরি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। পুলিশের সেই নথিতে ‘প্রভাবশালী ব্যক্তি’ হিসেব উল্লেখ করা হয়েছে শিবুকে। পুলিশ সেখানে বলেছে, জামিন পেলে এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, তদন্তও প্রভাবিত হতে পারে। শিবু হাজরার পুলিশি হেফাজতের আর্জি জানিয়ে তদন্তকারী অফিসার বলেন, ‘এই কেসে আরও অনেকে থাকতে পারে, সেটা জানার দরকার আছে। তদন্তের জন্য অনেক কিছু বাজেয়াপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই ১০ দিনের হেফাজত চাই।’

অন্য দিকে, শিবুর আইনজীবী বিচারককে পাল্টা যুক্তি দেখান। বলেন, ‘আসামির ঠিকানাটা দেখুন স্যর।’ লেখা আছে ‘শিবু হাজরা, ঠিকানা জেলিয়াখালি।’ আইনজীবী উল্লেখ করেন, শিবুর বিরুদ্ধে যে মহিলা অভিযোগ জানিয়েছেন, তিনি সন্দেশখালির বাসিন্দা। তাঁর দাবি, যেখানে ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ, সেখানে যেতে গেলে জেলিয়াখালি থেকে দুটো নদী পার করতে হয়, বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। আইনজীবী বলেন, ‘অভিযোগকারিনী অভিযুক্তকে কতটা চেনেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সাজানো ঘটনা।’ সব শুনে আদালত শিবুকে ৮ দিন পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

শিবু গ্রেপ্তার হতেই মিষ্টি বিলি

বসিরহাট: শিবপ্রসাদ হাজরা গ্রেপ্তার হতেই খুশির হাওয়া সন্দেশখালি বিভিন্ন প্রান্তে। খুলনা, শিতুলিয়া, পাত্রপাড়া ও জেলিয়াখালি সহ একাধিক গ্রামে কোথাও চলছে মিষ্টি বিলি, কোথাও চলছে একে অপরকে চা খাওয়ানো আবার কোথাও চলছে আনন্দ উচ্ছ্বাস। শনিবার সন্ধ্যায় ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে সন্দেশখালি ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য শিবপ্রসাদ হাজরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মহিলাদের কথায়,শিবু হাজরা নয় শেখ শাহাজানকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। তবেই শান্তি ফিরবে সন্দেশখালিতে।

সন্দেশখালি ইস্যুতে শাসকদল সহ বিরোধীদের বিদ্ধ করলেন শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল সন্দেশখালি ইস্যু। উত্তর ২৪ পরগনার প্রান্তিক গ্রামের এই নৈরাজ্যের আঁচ পড়েছে দিল্লিতেও। সন্দেশখালির ঘটনা এবার মুখ খুলতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে সন্দেশখালি ইস্যু নিয়ে রাজ্য সরকারকে চূড়ান্ত আক্রমণ শাহর। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে বেশ কিছুটা জায়গা করে নিল সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। এই অধিবেশনে অমিত শাহ জানান, স্বাধীন ভারতে এত হৃদয় বিদারক ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। তাঁর মতে, এই ঘটনা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা নয়, গোটা মানবজাতির লজ্জা। এখানেই শেষ নয়, সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকেও একহাত নেন শাহ। বিরোধীদের বিদ্ধ করে শাহ অধিবেশন থেকে জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। হিংসা ছড়িয়ে সেখানে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডিয়া জোটের দলগুলো হিংসার রাজনীতি করছে।' ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে একাধিকবার তাঁর মুখে উঠে আসে সন্দেশখালির ঘটনার কথা উঠে আসে। এদিকে ইতিমধ্যে রাজ্যে সন্দেশখালির ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি। রবিবার উত্তর কলকাতায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে করা হয় ছোট পথসভাও।

প্রসঙ্গত, বিজেপি কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পাঠানো কেন্দ্রীয় পরিদর্শক সন্দেশখালি ঢুকতে গিয়েও বাধা প্রাপ্ত হয়। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেও দু'বার পুলিশি বাধার মুখে পড়ে পৌঁছতেই পারেননি সন্দেশখালি। অবশেষে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সোমবার এই মামলার শুনানি রয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও কখনও সড়ক পথে, কখনও রেলপথে সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেন সুকান্ত। গত বুধবার টাকিতে আন্দোলনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এরপরেই দিল্লির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে যোগ দিতে রওনা দেন তিনি। যাওয়ার আগে তিনি জানিয়েই গিয়েছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানাবেন তিনি।

অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউনে বিস্ফোরণ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বেআইনিভাবে গ্যাসের সিলিন্ডার রিফিল করার সময় হাওড়াতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে দুইজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটল। রবিবার বেলায় ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার দোতলা নামক স্থানে। ঘটনায় দুই জন গুরুতর জখম হয় বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর। অভিযোগ জনবসতিপূর্ণ এলাকাতে একটি গোডাউনের ভিতরে সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিলিংয়ের কাজ চলছিল। আচমকাই সেই সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। আচমকা বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোডাউনের পার্শ্ববর্তী এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল ওই গোডাউনের পাঁচিল সহ পাশের বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ে। অনেকে ভূমিকম্পের আশঙ্কা করলেও পরে জানা যায় ওই সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তারা আগে যদি এই অবৈধ গ্যাস রিফিলিংয়ের বিষয় জানতেন, তাহলে এখানে

এইসব বেআইনি কাজ হতে দিতেন না। ঘটনার কথা জানতে পেরে তদন্তে নেমেছে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকরা।

ফুলের সঙ্গে সেলফি ভিক্টোরিয়ায়। *ছবি: অদিতি সাহা*

সারস্বত বন্দনায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত বৃহস্পতিবার সারস্বত বন্দনায় সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচালনায় সকালে অভয়নগরে বীণাপানি স্পোর্টস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের তিলক মহারাজ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিরুপম দাস, বাচিক শিল্পী কাজল সুর, অঞ্জল চ্যাটার্জী ও সুস্মিতা রায়, কবি জয়া চক্রবর্তী, প্রধান সুতপা বসু, হিরণ্ময় ঢালী, উজ্জ্বল রায় প্রমুখ। উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও মেমেন্টো দিয়ে সকলকে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার কর্ণধার বাচিক শিল্পী স্নেহদীপ রায়কেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন নিরুপম দাস।

সংগীত পরিবেশন করেন শ্যামলী দেবনাথ, রণি মজুমদার প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্নেহদীপ রায়, অর্চ্চনা চ্যাটার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিচারকদেরও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। বিশাল কর্মকাণ্ডের সহযোগিতায় ছিলেন গোপাল রায়, অর্চ্চনা চ্যাটার্জী, সুমিতা রায়। শেষে প্রখ্যাত গায়ক রাঘব চ্যাটার্জি সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন পল্লব বিষ্ণু ও চিত্রশিল্পী বিশ্বনাথ নাগ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে ফেব্রুয়ারী। ৬ই ফাল্গুন, সোমবার। দশমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র, মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গলর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি । কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে ।আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহ্বর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি -অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন। যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে। যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের ছোট ভ্রমণ রয়েছে।

(আজ ছত্রপতি শিবাজীজয়ন্তী। রানী রাসমনির তিরোধান দিবস।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শহরের এক সাধারণ পুলকার চালক থেকে 'হসপিটাল ম্যান' হয়ে ওঠার গল্প!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানোর অভ্যাস এই রাজ্যে যাদের মধ্যে রয়েছে, সেই তালিকায় প্রথম সারিতে থাকবে কালীঘাটের মহামায়া লেন এলাকার এক বাসিন্দার নাম। তার পরিচিতি শহরে 'হসপিটাল ম্যান'। করোনার আবহে তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাতে আসা রোগীর আত্মীয় কিংবা রাতে ভিন জেলা থেকে আসা রোগীর পরিবারের ঠাঁই হয়েছে হাসপাতালের বাইরে, রাস্তায়। হাতে টাকা, খাওয়ার সবই অপর্যাপ্ত। লকডাউনের ফলে আশেপাশের দোকানও সব বন্ধ। ফলে হাতে টাকা থাকলেও খাবার কিনে খাওয়ার কোনও উপায় নেই। সেই সমস্ত অসহায় মানুষের পাশে থেকেছেন হসপিটাল ম্যান পার্থ করচৌধুরী। পেশায় পুলকার চালক পার্থবাবু। সম্বল বলতে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মারুতি ইকো গাড়ি। তাঁর উপার্জনই একমাত্র ভরসা তাঁর পরিবারের। সংসারেও তেমন একটা সচ্ছলতা নেই। তবুও প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার মানুষের মুখে বিনা পয়সায় খাবার তুলে দেন পার্থবাবু।

উদ্যোগ শুরু সেই ২০১৬ সাল থেকে। হাতেগোনা কয়েকজনকে দিয়ে শুরু হয় এই মহৎ উদ্যোগ। বর্তমানে প্রায় হাজার খানেক অসহায় রোগীর পরিবারকে যাতে শহরের বুকে অভুক্ত থাকতে না হয়, তার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন পার্থবাবু।

সম্প্রতি সাপ্তাহিক একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প শুরু করেছেন তিনি। এই ক্যাম্পের সাহায্যে নিজের এলাকায় অন্তত দশজন দুঃস্থ মানুষকে বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো আর ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। চেষ্টা করছেন এই মানুষগুলির হাতে সাপ্তাহিক রেশন তুলে দেওয়ার। ইচ্ছে থাকলেও অর্থবল ও লোকবলের অভাবে ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে এগিয়ে চলার অদম্য সাহসে ভর করে শহরের সবকটি সরকারি হাসপাতালের সামনেই রোগীর পরিজনদের পাশে দাঁড়াতে চান পার্থবাবু। এই পরিস্থিতিতে ভাত-ডাল-সবজি নিয়ে হাজির এক বছর পঞ্চাশের ব্যক্তি। কত টাকা লাগবে, জানতে চাওয়ার আগেই একে একে ওই রাস্তায় খবরের কাগজ পেতে বসে থাকা প্রায় সমস্ত মানুষের হাতেই এই খাবার তুলে দিলেন ওই ব্যক্তি। কলকাতার এসএসকেএম, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের সামনের রাস্তায় রাত কাটানো রোগীর পরিবারের লোকজনদের অনেকের কাছেই এখন তিনি পরিচিত মুখ, পরিত্রাতা পার্থ চৌধুরী। শহরের সরকারি হাসপাতালের বাইরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, দূর-দূরান্ত থেকে পরিজনের চিকিৎসার জন্য আসা অসহায় মানুষগুলির পাশে লকডাউনের চরম সঙ্কটের মুহূর্তেও রাতে দু-মুঠো খাবার নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন পার্থবাবু। তাঁকে এখন অনেকেই অবশ্য 'হসপিটাল-ম্যান' হিসাবেই চেনেন।

অভুক্তের মুখে খাওয়ার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি এবার ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে বিনামূল্যে ইসিজি পরিষেবা শুরু হল। ২০২০ সালের কোভিডের সময় থেকে চলছে এই ফ্রি মেডিক্যাল পরিষেবা। বিনামূল্যে ডাক্তার, ওষুধ সুগার টেস্ট তো ছিলই এবার জুড়ল ইসিজি পরিষেবা। এই কাজে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন দুই চিকিৎসক, যারা সম্পূর্ণ নিখরচায় পরিষেবা প্রদান তো বটেই গাড়ি ভাড়াটাও নিজেরা বহন করেন। এছাড়া বাকি সব কিছুর দায়িত্ব নিয়েছেন সেই হসপিটাল ম্যান। প্রতি বুধবার বিকেলে ক্যাম্প চলে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০জন প্রান্তিক মানুষ এই পরিষেবা পেয়ে থাকে। একজন খুব সাধারণ পুলকার চালক তার সদিচ্ছা আর কাজের প্রতি ভালোবাসা দেখেই বহু মানুষ তাকে কিছু কিছু পুরনো ওষুধ দিয়ে সাহায্য করেন। এছাড়াও একইভাবে চলছে দু'বেলা হাসপাতালে খাবার দেওয়া। এখনো অবধি সাড়ে ৪ লাখ মানুষ তার হাত থেকে খাবার গ্রহণ করেছেন। তার একটাই বক্তব্য, 'অর্থ নয়, চাই পাশে থাকার অঙ্গীকার।'

লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির সামনে সোমবার যাচ্ছেন না রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা

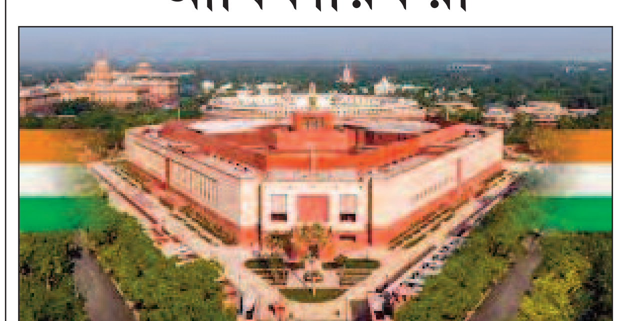

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগে লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির সামনে সোমবার যাচ্ছেন না রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, সামনে লোকসভা নির্বাচন। ৪ মার্চ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসছে। তাই এখনই মুখ্য সচিব বিপি গোপালিকা, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সহ রাজ্য প্রশাসনের পাঁচ আধিকারিকের এখনই দিল্লি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিতে দিন পিছনোর আর্জি জানানো হয়েছে।

বিজেপি সভাপতির উপরে হামলার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ ত্রিবেদী, বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি হোসেন মেহেদি রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষকে সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় সংসদ ভবনে হাজির হতে বলা হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের স্মরণিকা
বজবজ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বকে মুগ্ধ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ফিরে আসেন - এ বিষয়টি আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু সেই বিশেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পর্কে খুব বেশি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকে জাহাজে করে বজবজে এসে পৌঁছন স্বামী বিবেকানন্দ। জাহাজে ভ্রমণকালীন শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকরা তাকে নিয়মিত জলের পরিবর্তে নারকেলের জল পান করার পরামর্শ দেন। সেই কারণে জাহাজে প্রচুর পরিমাণে নারকেল বোঝাই করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, স্বামীজি ওই নারকেলগুলি সহযাত্রী ও বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এছাড়াও, জাহাজে ভ্রমণকালে বিভিন্ন সময়ে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন, যা সহযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কলকাতায় দ্বাড়ভাঙা মহারাজের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে স্বামীজি বজবজে পৌঁছনোর পরের দিন বজবজ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে। সেই মতো, ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ ট্রেনে করে বজবজ থেকে রওনা হন।

সেদিন প্রায় ২০,০০০ লোকের জনসমাগম, উদগ্রীব চিত্তে শিয়ালদা স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে, কলকাতার মানুষজন ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবাককরা ভিন্নধর্মী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়েছিলেন। এছাড়াও, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বাসিন্দাদের লেখা কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাপত্রগুলিও পড়েছিলেন, যা ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। এই সব কিছুই জনসাধারণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দর প্রতি আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে, শিয়ালদা স্টেশনে মাইকে যখন আসন্ন ট্রেনের ঘোষণা করা হয়, তখন উত্তেজিত

জনতার মধ্যে থেকে জয়ধ্বনি উঠতে থাকে, যা চারপাশে প্রতিধ্বনিত হয়। স্বামীজি ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসজি কি জয়, জয় বিবেকানন্দজি কি জয়' স্লোগান দেন। কোনোরকমে তাঁকে জনতার হাত থেকে রক্ষা করে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তোলা হয়। কিন্তু উৎসাহী ছাত্ররা এগিয়ে এসে ঘোড়াকে গাড়ি থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেরাই গাড়ি টানতে শুরু করে। এরপরেই রঙিন শোভাযাত্রা শহরের রাস্তায় এগিয়ে যেতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দর কলকাতায় ফিরে আসার এই মহত্বপূর্ণ দিনটি স্মরণ করতে, এখনও প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে, সকালে বজবজ থেকে একটি বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়। এই বছরেও, স্বামীজির কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবসের ১২৮তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে, ১৯ ফেব্রুয়ারী একটি বিশেষ ইএমইউ ট্রেন সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিটে বজবজ থেকে ছেড়ে যাবে এবং যাত্রাপথে সব স্টেশনে থামার পর ১০টা ৫২ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৬ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার

পার্কিং লট টেন্ডার না করার খেসারত দিতে হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্কিং লট টেন্ডার না করতে পারলে কলকাতা পুরসভার কোষাগারের ক্ষতি হবে বলে ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মেয়র। আর সেটা যে সত্যি সামনে এল শনিবার কলকাতা পুরসভার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার পরই। দেখা গেল গত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল, তার থেকে ৬৭০ কোটি টাকা কম হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিভাগ রাজস্ব আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে এই বিপুল পরিমাণ টাকা মোট রাজস্ব আদায়ের কম আদায় হওয়ার পিছনে রয়েছে বলে স্বীকার করে নেন মেয়র। এই বিভাগগুলোর মধ্যে অন্যতম পার্কিং বিভাগ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পার্কিং বিভাগের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আদায় হয়েছে মাত্র ২০.৯১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের কারণে যে রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পার্কিং বিভাগ। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, মেয়র চেয়েছিলেন, কোষাগারে রাজস্ব আদাই যথোপযুক্ত রাখতে, পার্কিং লটের টেন্ডার চালু হোক। কিন্তু দল করতে দেয়নি। যে কারণে ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের রাজস্ব আদায় ধাক্কা খেল।

প্রসঙ্গত, এই পার্কিং টেন্ডার নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি শাসক দলের অন্দরে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ির পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। গত ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত পার্কিং ফি চালু করার কথা ঘোষণা করেছিল পুরসভা। নতুন হারে পার্কিংয়ের খরচ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই তৃণমূল অন্দরেই মতানৈক্য সামনে চলে আসে। এই সিদ্ধান্তের পরেই দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দেয় মেয়রের। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর ওই ফি বৃদ্ধিতে কোনও অনুমোদন নেই। এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট হন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিষয়টি প্রশাসনিক। তাই সেক্ষেত্রে দলের মুখপাত্র কেন মুখ খুলবেন তা নিয়েই। তারপরই তৃণমূলের তরফে থেকে একটি টুইট করা হয়। তাতে বলা ছিল, পার্কিং ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য কলকাতা পুরনিগমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তৃণমূল। কিন্তু তাতেও সমস্যা। কারণ ফিরহাদ হাকিম জানান, তাঁর কাছে তখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনও নির্দেশ আসেনি। তা নিয়ে চলে টানাপোড়েন। তার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন ববি।

এমনকী একই জিনিস দেখা গেল, বিজ্ঞাপন বিভাগের ক্ষেত্রেও। গত অর্থ বর্ষে ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। কিন্তু আদায় হয়েছে মাত্র ১৯ কোটি টাকা। কারণ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বিভাগ শহরে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং বোর্ড সংক্রান্ত পলিসি তৈরি করতে পারল না। বেআইনি হোর্ডিং বোর্ড ছয়লাপ শহরে। আর তার জেরেই ধাক্কা খাচ্ছে পুরসভার কোষাগার।

৭ মার্চ বাংলায় প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন হতে পারে মেট্রোর ৩ প্রকল্পেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৭ মার্চ বাংলায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে জনসভা করবেন। বারাসত থেকে বসিরহাটের সন্দেশখালির দূরত্ব খুব বেশি নয়। যখন সন্দেশখালি নিয়ে উত্তপ্ত গোটা রাজ্য, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর বারাসতে জনসভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এছাড়া সামনেই লোকসভা নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফর এবং বারাসতে জনসভা নির্বাচনের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

শুধু বারাসাতের সভাই নয়, এই সফরেই কলকাতায় এসে তিনটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্তত এমনটাই সূত্রে খবর। আর সেই কারণেই ইতিমধ্যেই তুঙ্গে তৎপরতা। সূত্রে এ খবরও মিলছে, হাওড়া ময়দান থেকে শুরু করে ইস্ট ওয়েস্ট রুটের সমস্ত স্টেশন পরিদর্শন করা হচ্ছে। কোনও বিষয়ে সামান্যতম খামতিও না থাকে, সেই দিকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ নজর। এদিকে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই কমিশনার অ রেলওয়ে সেফটি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড এই রুটে মেট্রো চালু করার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে। অন্যদিকে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত যে মেট্রো রুটটি রয়েছে তাও এক বছর ধরে তৈরি হয়ে রয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই রুটটিতে মেট্রো যাতায়াতের জন্য দেওয়া হয় অনুমতি। পাশাপাশি তারাতলা থেকে মাঝেরহাট যে স্টেশন সম্প্রসারিত হয়েছিল তা চালু করার জন্য এর আগেই পাওয়া গিয়েছিল সবুজ সংকেত। এবার এই তিনটি রুটের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিকে দোরগোড়ায় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই বঙ্গ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। এদিকে এই প্রসঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, এই তিনটি প্রকল্পের কাজ আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, যাতে ভোটের মুখে তা উদ্বোধন করা যায় এবং রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায় সেই জন্যই এই বিলম্ব। তাঁদের আরও অভিযোগ, এই প্রকল্পগুলি আগে চালু হলে বহু মানুষ উপকৃত হতেন। কিন্তু, তা দেরিতে চালু হওয়ার ফলে এই সময় একাধিক মানুষকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সন্দেশখালি কাণ্ডের বিরোধিতায় তপশিলি মোর্চার প্রতিবাদ, উত্তেজনা বীজপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো বীজপুরে। এদিন বিকেলে বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তপশিলি মোর্চার ডাকে বীজপুর থানার কাঁচড়াপাড়া কলেজ মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে বীজপুর থানা পর্যন্ত যায়। সেখানে তপশিলি মোর্চার কর্মীরা কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারপর জোর করে থানায় ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তির জেরে থানা চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তপশিলি মোর্চার আহ্বায়ক মিলি বিশ্বাসের অভিযোগ, সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরা মহিলাদের ইজ্জত লুটেছে। মহিলাদের একটাই ভয় দেখানো হয়েছে, ডাকে সাড়া না দিলে স্বামীদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে। বিজেপির ওই মহিলা নেত্রীর আরও অভিযোগ, ইজ্জত ভিক্ষা চেয়েও শেখ শাহজাহান কিংবা শিবু হাজরাদের হাত থেকে রেহাই পাননি গ্রামের সুন্দরী মহিলারা। তাঁর দাবি, সন্দেশখালির প্রধান জীবিকা ভেড়িতে মৎস্য চাষ। তাই ভেড়িতে বিষ তেল ঢেলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে এবং স্বামীদের মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন মহিলাদের ইজ্জত লুঠ করেছে শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরা-রা। তাঁর আরও দাবি, ৩৪ বছরের বাম শাসনের অত্যাচারকে ছাপিয়ে গিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

নির্বাচন আসলেই কেন্দ্রের অনেক রোগ ধরে, তার মধ্যে একটা এআরসি-সিএএ, বললেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচন আসলেই কেন্দ্রের অনেক রোগ ধরে। সেই রোগের মধ্যে একটা অন্যতম রোগ এনআরসি-সিএএ। রবিবার দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের উদ্যোগে খড়দার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষ কর্মী সম্মেলেন হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা খড়দা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, যারা ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেন, এনআরসি কিংবা সিএএ লাগু করে তাদের বাদ দেওয়া যাবে না। অপরদিকে সিএএ-র নামে বঞ্চিত করতে পারে না। অতএব এনআরসি কিংবা সিএএ বেআইনি। এটা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।’ বিধায়কের হুঁশিয়ারি, কেন্দ্রের সরকার জোর করে লাগু করার চেষ্টা করলে প্রতিরোধ হবে। বাংলার মানুষ বাঁচার লড়াই করবে। বিধায়কের দাবি, লোকসভা নির্বাচনে তারা এবার বাংলা থেকে বিজেপিকে শূন্য করে দেবে। এদিনের কর্মী সম্মেলনে হাজির ছিলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার, খড়দা পুরসভার চেয়ারপার্সন নীলু সরকার, পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, বিলকান্দা-১

পঞ্চায়েতের সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি টিঙ্কু মজুমদার প্রমুখ। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘যেই সরকার আমাদের তৈরি হয় সেই সরকার কখনও দেশের জনগনকে এনআরসি কিংবা

বঙ্গ বিজেপি নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে সারদা দেবীকে নিয়ে ক্যারিকেচারের অভিযোগ তথাগতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেললেন ত্রিপুরার প্রাক্তন গভর্নর তথাগত রায়। এবার সারদা দেবীকে নিয়ে ক্যারিকেচার করার অভিযোগ তুললেন বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টও করেন তথাগত। আর তথাগতর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল বঙ্গ রাজনীতিতে। কারণ, পোস্টে তথাগত রায় লেখেন, ‘মা সারদাকে নিয়ে ক্যারিকেচার করছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। ২০২১ সালে বিজেপির মধ্যে এক শিম্পাঞ্জির নেতৃত্বে পালে পালে মূলো ও সিপিএম গুপ্তচর, এমনকী প্রকাশ্যে চর ঢুকে দলের সর্বনাশ করেছিল। তাদের গোটাকতক এখনও বিজেপিতে থেকে গেছে মনে হয়! গ্যাংগ্রিন কাটার মতো এদের নির্মমভাবে কেটে বার করুন। নচেৎ পুরো দলটারই পচে মৃত্যু হবে।’ তবে এই পোস্ট অবশ্য সরাসরি কারও নাম করতে দেখা যায়নি তথাগতকে। ফলে এটা স্পষ্ট নয়, যে ঠিক কার বা কাদের দিকে ইঙ্গিত করে এই আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়,

এই প্রথম নয়, এর আগেই বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে দলকে অস্বস্তিতে ফেলতে দেখা গেছে তথাগত রায়কে। এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায়া লেখেন, ‘নির্বাচনের আগে বলত, উনিশে হাফ, একুশে সাফ। নির্বাচনের পরে বলে, তিন থেকে সাতাত্তরে তুলেছি। দায় স্বীকার করতে হলে মেরুদণ্ড ও সৎ সাহস দরকার। যারা হারের কারণ বিশ্লেষণ করতেই ভয় পাচ্ছে, বা হারকে জয় বলে চালাচ্ছে তারা করবে দায় স্বীকার?’

আবার একটা সময় অভিনেত্রীদের টিকিট দেওয়া বা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল থেকে যাঁদের বিজেপিতে নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের অনেকের ‘ঘর ওয়াপসি’ নিয়েও মুখ খুলতে দেখা যায় তথাগত রায়কে। সেই সময় তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে ছিলেন, ‘যা বলেছিলাম ঠিক তাই। কাছা খুলে যাদের বিজেপিতে স্বাগত করা হয়েছিল, যাদের খাতিরে বিজেপির বিশ-ত্রিশ বছরের পুরনো কর্মীদের চরম উপেক্ষা করা হয়েছিল তাঁরা সবাই এক এক করে তৃণমূলে ফিরে যাচ্ছে।’ আবার তাঁকে লিখতে দেখা যায়, ‘পায়েল, শ্রাবন্তী, তনুশ্রী ইত্যাদি নগরীর নটীরা নির্বাচনের টাকা নিয়ে বেরিয়েছেন আর মদন মিত্রর সঙ্গে নৌকো বিলাসে গিয়ে সেলফি তুলেছেন, তাঁদেরকে কে টিকিট দিয়েছিল? কেন দিয়েছিল? দিলীপ-কৈলাশ- শিবপ্রকাশ-অরবিন্দ প্রভুরা একটু কি আলোকপাত করবেন?’ তাঁর এই ধরনের মন্তব্য বারেবারেই দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলেই মনে করেন রাজনৈতিকমহলের একাংশ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের যেন সেই পথেই হাঁটতে দেখা যাচ্ছে বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতাকে।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত, বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে শীতের দিন শেষ হতে চলেছে। শুরু হবে বসন্ত। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে মরশুমের শেষে শীতের আমেজ উধাও হওযার পথে। তবে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের আমেজ থাকবে এখন। সকালে কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে জেলা থেকে শহর কলকাতায়। এদিকে আগামী ৪-৫দিন বিরাট আকারে তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা বজায় থাকবে, এমনই সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। সঙ্গে জানানো হয়েছে, পাহাড়ি এলাকায় থাকবে কুয়াশা। কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্যও। এদিকে আলিপুর আবহওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোম ও মঙ্গলে তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী হতে চলেছে। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক ফলে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, নদিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। তবে কলকাতায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম।

এদিকে উত্তরবঙ্গে আপাতত ঠান্ডার আমেজ থাকবে, দার্জিলিংয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। বাকি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

মুক্তির আগে বিপাকে ‘দ্য ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় স্টোরি বারিড ট্রুথ’

আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুক্তির অপেক্ষায় ‘দ্য ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় স্টোরি বারিড ট্রুথ’। কিন্তু মুক্তির আগেই বিপাকে শিনা বোরা হত্যায় অভিযুক্ত ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের ডকু-সিরিজ ‘দ্য ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় স্টোরি বারিড ট্রুথ’। নেটফ্লিক্সের এই সিরিজে আপত্তি রয়েছে সিবিআইয়ের। আর তার মুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০১৫ সালে গোটা দেশ চমকে উঠেছিল বেসরকারি মিডিয়ার কর্ণধার ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারিতে। নিজের মেয়ে শিনা বোরাকে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, শিনা ইন্দ্রাণীর বোন। কিন্তু পরে জানা যায়, শিনা ইন্দ্রাণী ও তাঁর প্রথম স্বামী সঞ্জীব খান্নার সন্তান। ২০০২ সালে সঞ্জীবের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পিটার মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন ইন্দ্রাণী। প্রথমে পিটারের কাছে নাকি নিজের মেয়েকে বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন ইন্দ্রাণী। পিটারের ছেলে রাহুলের সঙ্গে নাকি আবার শিনার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

অভিযোগ, ২০১২ সাল থেকে শিনার কোনও খোঁজ পাননি রাহুল। শুধুমাত্র তাঁর ফোনে শিনার তরফ থেকে একটি ব্রেকআপ মেসেজ এসেছিল। সেই সময় নাকি ইন্দ্রাণী বলেছিলেন, শিনা আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। শিনার খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে ২০১৫ সালে ভিন্ন একটি মামলায় ইন্দ্রাণীর গাড়ির চালক শ্যাম রাইয়ের গ্রেপ্তারির পরে। সে বছরের অগস্ট মাসে ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়কে শিনা বোরার খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পর ছয় বছর আন্ডারট্রায়ালে থাকার পর ২০২২ সালে জামিন পান ইন্দ্রাণী।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি ‘দ্য ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় স্টোরি বারিড ট্রুথ’। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি নেটফ্লিক্সে ডকু-সিরিজটি মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই মুম্বইয়ে স্পেশ্যাল কোর্টে এই মুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। যতদিন না এই মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে ততদিন নেটফ্লিক্সে যেন এই তথ্যচিত্র না দেখানো হয়, এই আবেদন সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন আইনজীবি সি জে নানডোডে। এ বিষয়ে নেটফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট সার্ভিসেস ইন্ডিয়া ও ডকু-সিরিজের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া জানতে নোটিস জারি করেছেন সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল এসপি জাজ নায়েক-নিম্বালকর। আগামী ২০ তারিখ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

মাধ্যমিকের নম্বর এবার জমা দিতে হবে অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকের নম্বর এবার জমা দেওয়া হবে অনলাইনে। আর তারই জন্য অনলাইন ব্যবস্থাও চালু করল মধ্যশিক্ষা পর্যদ। এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্যদ সূত্রে খবর, মাধ্যমিকের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সরল ও ত্বরান্বিত করতে ধাপে ধাপে অনলাইনের পথে হাঁটতে শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্যদ। তারই অংশ হিসাবে ২০২৩ সালের অনলাইনে নম্বর যাচাই প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল। এবার নম্বর জমা দেওয়ার অনলাইন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে পরীক্ষা-মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশনের পথে আরও এক ধাপ এগোল পর্যদ। এদিকে এই নয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্যদের তরফ থেকে। যেখানে বলা হয়েছে, এবারের সব বিষয়ের নম্বর জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া হবে অনলাইনে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, অনলাইনের পাশাপাশি গত বছরের মতো হার্ডকপিতেও নম্বর জমা দিতে হবে প্রধান পরীক্ষকদের। শুরুতে নতুন এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে সমস্যার সামনে পড়তেই পারেন প্রধান পরীক্ষকরা। সে কথা মাথায় রেখে তাঁদের স্ক্রুটিনিয়ারদের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে পর্যদের তরফে। অনলাইনে নম্বর জমা দিতে গেলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বোঝানো হবে প্রধান পরীক্ষকদের। পাশাপাশি, নতুন এই ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহ দিতে প্রধান পরীক্ষকদের নির্ধারিত সাম্মানিকের সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে পর্যদের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি পর্যদের তরফ থেকে যা জানানো হয়েছে তাতে এই ব্যবস্থায় উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করার পর পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রধান পরীক্ষকদের জমা দিতে হবে অনলাইনেই।

এই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ‘আমরা চাইছি, গোটা প্রক্রিয়াটি আরও কার্যকরী ও দ্রুততার সঙ্গে হোক। সঙ্গে বাড়ুক দায়বদ্ধতাও।’ আর এই উদ্দেশ্যেই যে এই বিশেষ পদক্ষেপ তাও মনে করিয়ে দেন মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর থেকেই উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর জমা দেওয়ার অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনলাইনে জমা দিচ্ছে স্কুল। থিয়োরিতে প্রাপ্ত নম্বর অনলাইনে জমা করবেন প্রধান পরীক্ষকরা। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সক্রিয় হবে নম্বর জমা দেওয়ার পোর্টালটি।

সম্পাদকীয়

‘বন্ড’ বন্ধে সুবিধা একটাই যে কেন্দ্রের প্রকৃত বন্ধু কারা, তার হদিশ পাওয়া আর কঠিন হবে না

ব্যাঙ্কগুলিকে নির্বাচনী বন্ড বিক্রি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আদালতের নির্দেশ, এ পর্যন্ত যত বিনিময় হয়েছে এই প্রকল্পে তার সব তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে ১৩ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। তার মানে, গোপন কথাটি আর রবে না গোপনে। নির্বাচনে সরকারি খরচের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি বিপুল অর্থ ব্যয় করে, যা কারও অজানা নয়। বন্ড চালুর আগে মূলত নগদে পাওয়া অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল দলগুলি। সন্দেহ নেই, এইসব অনুদানের সিংহভাগই ছিল কালো টাকা। বন্ড চালুর মাধ্যমে ‘সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না’-র যে কৌশল নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার তা পুরোপুরি সফল সন্দেহ নেই। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে শাসকদলই যে এই ব্যবস্থা থেকে বেশি ফায়দা তুলতে পারবে, সেই হিসাব ষোলোআনা মিলে গিয়েছে বলা যায়। তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জাতীয় দলগুলি মোট ৮৫০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। তার মধ্যে শুধু বিজেপির তহবিলেই জমা পড়েছে ৭১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা! ২০২১-২২-এর তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিজেপি’র অনুদান বেড়েছে ১৭ শতাংশ! আবার ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জাতীয় দলগুলিকে অনুদান দিয়েছে ১২ হাজার ১৬৭ জন। এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৭ হাজার ৯৪৫টি অনুদান। এমন আরও একাধিক তথ্যে উঠে এসেছে বিজেপির নির্বাচনী তহবিলের ফুলেফেঁপে ওঠার কাহিনি। মোদির দলের তহবিলকে এভাবে ভরিয়ে তোলার ‘বিনিময়ে’ কর্পোরেট কিছু সংস্থাকে যে নানা সুবিধা দিয়ে ‘পুষিয়ে’ দেওয়া হয়েছে;সে অভিযোগও আছে। লক্ষণীয় যে, মোদি জমানায় ধনীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরকম বেড়েছে। অথচ গরিব আরও গরিব হয়েছে। দেশের ১০ শতাংশ ধনীর হাতে চলে গিয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ সম্পদ। বন্ড বাতিলের রায়ের প্রথম পর্ব যদি ‘ঐতিহাসিক’ হয় তাহলে বলতেই হয় দ্বিতীয় পর্বে থাকতে চলেছে রহস্য রোমাঞ্চ। এই প্রকল্পের গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে এতদিন কর্পোরেট দুনিয়ার বহু রথী-মহারথী মোদিদের সিন্দুকে যথেষ্ট দান করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ১৩ মার্চের মধ্যে সেই ‘গৌরী সেন’দের নামের তালিকা প্রকাশ্যে আসতে চলেছে। একইভাবে, সেইসব ‘মহার্ঘ’ দাতাদের তুষ্ট রাখতে মোদি সরকার কতটা উপুড়হস্ত হয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা কতটা ছড়ি ঘুরিয়েছে;সে সবও সামনে আসার ষোলোআনা সুযোগ থাকছে। হয়তো বা উঠে আসবে মোদি কর্পোরেটের ‘আঁতাত’-এর চাঞ্চল্যকর কাহিনি, যা এতদিন শোনা গিয়েছে বিরোধীদের মুখে। মার্চে এই ‘রহস্য রোমাঞ্চের’ উন্মোচন হলে গেরুয়া শিবিরের মুখে আরও একপ্রস্থ চুনকালি লাগার সম্ভাবনা আছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ‘অগ্রাহ্য’ করতে কোনও ‘অর্ডিন্যান্স’ করার সম্ভাবনাও খারিজ করে দেওয়া যাচ্ছে না। তা না করলেও কোনও একটা বিকল্প পথ বার করে শাসক শিবির এই রামধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করবে বলে অনেকেই মনে করছেন। ভবিষ্যতে যাই হোক, এই রায় থেকে দেশবাসীর পাওনা হয়তো একটাই, প্রধানমন্ত্রী বা পদ্মশিবিরের ‘প্রকৃত বন্ধু’ কারা, কাদের স্বার্থ রক্ষা করাকেই মোদি সরকার ‘পাখির চোখ’ করেছে; সেইসব সত্য সামনে চলে আসবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

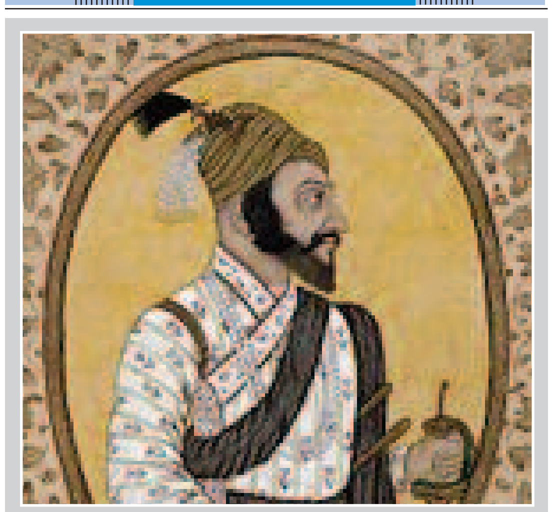

শিবাজী

১৬২৭ মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জন্মদিন।
১৯০৬ আরএসএসের ২য় প্রধান এম এস গোলওয়ালকরের জন্মদিন।
১৯৪৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বীনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

রাজনৈতিক তথ্যের চলমান অভিধান দেবাশিস ভট্টাচার্যর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

পল্লব মিত্র

দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে ৩৬৫দিন। খ্যাতকীর্তি রাজনৈতিক তথ্যর ভান্ডারী সাংবাদিক, সমাজকর্মী, মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও লেখক দেবাশিস ভট্টাচার্যর প্রয়াণের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ১৯ ফেব্রুয়ারি। বহু অনন্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি দীর্ঘ চার দশক ধরে বাংলা সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের সঙ্গে নানা সূত্রে জড়িয়ে ছিলেন। আন্তরিক, মানবিক এই মাননুষটি তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য নানা বয়সের মানুষের কাছে একবিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্থান অর্জন করেছিলেন। আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধব এবং ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা প্রতি মুহুর্তে অনুভব করেন ঐ সুভদ্র মানুষটির উপস্থিতির অভাব। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা অঞ্চলের পৈর্তৃক বসবাস হলেও জীবিকা সূত্রে বাবা কলকাতার হাজরা মোড়ের কাছে যদু ভট্টাচার্য লেনে সপরিবারে বসবাস করতেন। বাবা আলিপুর কোর্টে ওকালতি পেশায় যুক্ত ছিলেন, কিন্তু ,সজ্জন মানুষটির বাঙ্গালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তারবৃহৎ পরিবারের নানান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহুকাল আগে থেকেই। ষাট এর দশকের শেষে কেওড়াতলা শ্মশানের সন্নিকটে হিউম রোডে দোতলা বাড়ি কিনে স্থায়ী ভাবে ভট্টাচার্য পরিবার চলে আসেন কালীঘাটের আর এক প্রান্তে। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা ছোট থেকেই খেলা ধুলো ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষন থাকলেও ছোটছেলেদেবাশিসের স্কুলের ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী দর্শন নিয়ে পড়াশোনা এবং উদ্বুদ্ধ হওয়ার সূচনা হয়। চেতলা বয়েজ স্কুল, সাহানগর স্কুল ও আশুতোষ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক। মূলত সমাজতন্ত্র ও বামপন্থী, কমিউনিস্ট দর্শনের প্রতি আকর্ষনের ফলে ষাটের দশকের শেষের দিকে সক্রিয় ভাবে নকশাল আন্দোলনের ভাবধারায় জড়িয়ে পড়েন। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশের দীর্ঘকালের লড়াই তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল জীবনে চলার ক্ষেত্রে। বাবা-মা ও অন্যান্য অভিভাবকদের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করেও মানুষের স্বার্থে বিশেষ কর্মকান্ডে নানাভাবে যুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি জেলে অন্তরীণ ছিলেন। একদিন আকস্মিক ভাবে তার বাড়িতে কানু স্যান্যাল এসে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে ছেলেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ব নিয়ে আলোচনা করতে দেখে বাবা দেবাশিসকে বলেছিলেন , উনি তো বেশ ভালো ভালো কথা দেশের মানুষের জন্য বলছিলেন, কিন্তু সত্যিই কি আমাদের দেশে এই ধরণের সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব? সেদিনের সেই ঘরোয়া কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র।কালীঘাট, আলিপুর, টালিগঞ্জ অঞ্চলে অতিবাম এই রাজনীতিতে নিয়মিত কাজকর্মে উপস্থিত ছিলেন আরো বহু উৎসাহী রাজনীতিপ্রেমী। মজার কথা সেই ৫০-৫৫ বছর আগে কমিউনিজিমের দর্শনে তিনি এতটাই বিশ্বাসীছিলেন যে নানান রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও মনে প্রাণে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

নানাদিক থেকেমানুষের জ্বালা যন্ত্রনার ছবি তাকে মর্মাহত করেছিল। বিশ্ব রাজনীতির পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতি এবং মূলত স্বাধীনতা উত্তর বাংলার রাজনৈতিক চর্চা তাকে বিশেষ ভাবেপ্রভাবিত করেছিল। রাজনীতির নানান বিষয়ে বইপত্র পড়তে এবং পরবর্তী সময়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নানান দিক নিয়ে অসংখ্য লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নিপীড়িত শোষিত মানুষের বেদনার কাহিনী। ছাত্র অবস্থা থেকেই বাঙ্গালি খ্যাতিমান সাংবাদিক দের লেখা পড়ে আকৃষ্ট হয়ে নিজেও সাংবাদিকতা করার ব্যাপারে মনস্থির করেছিলেন। ‘দর্পণ’ কাগজে দীর্ঘদিন হাতে খড়ি কাজ করেন। মূলত রাজনৈতিক সাংবাদিকতাই ছিল তার প্রধান ভালবাসার বিষয়। আশির দশকের গোড়ায় ‘আজকাল’ সংবাদপত্রে রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসাবে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সারা দেশে রাজনীতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কভার করেছিলেন। তীক্ষ বিশ্লেষনী ক্ষমতা ও তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন দেবাশিষ ভট্টাচার্যের যেকোন লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। চিফ রিপোর্টার হিসাবেও অনুজ সহকর্মীদের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধকরত। ১৯৮৫ সালে কলকাতা পুর নির্বাচনে টালিগঞ্জের ৮৮নম্বর ওয়ার্ডে পিপিএফ এর প্রার্থী হয়ে অংশ নিয়েছিলেন দেবাশিসবাবু। যদিও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এর পর আর তিনি কোনদিন নির্বাচনে দাঁড়াননি। ২০০০ সালের গোড়া থেকে টিভির বিভিন্ন চ্যানেল যেমন আকাশ, কলকাতা টিভি, আর প্লাস নিউজ চ্যানেলে সংবাদের প্রধান দায়িত্বে থেকেছেন। স্মরণীয় সাংবাদিকতার সাক্ষর রেখে গেছেন এই মানুষটি। আকাশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে জ্যোতি বসুর সঙ্গে তিনদিন ধরে বিস্তৃত একান্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ মার্ক্সীয় নেতার মন থেকে বহু প্রশ্নর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। প্রশ্নকর্তার নানান ব্যাতিক্রমী সব প্রশ্ন শুনে বেশ কিছুটা অবাক হয়েছিলেন প্রবীণ জ্যোতিবাবুও।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসাবে তার অসাধারণ তীক্ষ সঠিক পর্যবেক্ষন ক্ষমতা দর্শক বা পাঠকদের বিস্মিত করত। নির্বাচনী পর্যালোচনায় তার সঠিক ফলাফলের বিশ্লেষন বহুবার ১০০ শতাংশ মিলিয়ে দিয়ে সবাইকে হতবাক করেদিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য হলেও তার নির্বাচনী বিশ্লেষন গত তিন দশক ধরে রাজনীতির উৎসাহী মানুষরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উপভোগ করেছেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি গত ৪০ বছর ধরে রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে স্বনামে ও ছদ্মনামে তিনি লিখেছেন প্রায় ২৫টির উপর গ্রন্থ। তার মধ্যে কয়েকটি হল — ‘সেই তিরিশ বছর,’ ‘বড়দের রাজনীতি’, ‘সত্তরের দিনগুলি’, ‘ইন্দিরার কারাগার’, ‘বন্দীশালা’, ‘বামপন্থীরা মহাকরণে মন্ত্রী হয়ে যা করছেন’, ‘বাবরি বেয়ে বাজপেয়ী’, ‘নিবন্ধ সংকলন প্রথম খন্ড’ ইত্যাদি। যে কোন প্রয়োজনে সবাইকে বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের হাত। শান্ত ভাবে প্রত্যাখান করেছেন বহু বড় বড় পদের মোহ। যেমন ২০১১ সালে মমতা বন্দোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েই দেবাশিষ বাবুকে আপ্ত সহায়ক পদে বসিয়েছিলেন। সরকারি নোটিফিকসেন বার করে সব কাগজেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি নানা দিক বিবেচনা করে প্রত্যক্ষ ভাবে এই পদের দায়িত্ব নিতে অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট যোগসূত্র ছিল। সিদ্ধার্থ শংকর রায় থেকে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে অনিল বিশ্বাস, সহ বহু বিশিষ্ট রাজনীতি বিদের তিনি ছিলেন পরামর্শদাতা। কিন্তু মজার কথা অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এই মানুষটি কালীঘাটের ছোট ঘরটিতে বসেই আনন্দে গল্প করতে করতে জানিয়ে দিতেন নানান প্রয়োজনীয় সব রাজনৈতিক তথ্য। এই ঘরে বিভিন্ন সময় হাজির থাকতে দেখেছিগুরুদাস দাশগুপ্ত থেকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে গৌতম ভদ্র বা শুভাশিষ মৈত্র থেকে রজত রায় বা অসীম চ্যাটার্জি থেকে সুজাত ভদ্র প্রমুখ সমাজের নানান বৃত্তের মানুষজনকে। বন্দীমুক্তি সমিতি গঠিত হলে তিনি ছিলেন সক্রিয় সদস্য নিজে যেহেতু বন্দীদশার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাই রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের বন্দী দশা মোচন করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।পাশাপশিএপিডি আর সংগঠনের শুধুমাত্র সক্রিয় সদস্যই ছিলেন না দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ শাখা সংগঠনের দায়িত্বও পালন করেছেন। ছোটদের খুবই সহযোগিতা করতেন ও হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে দিতেন সেই কারনেই খ্যাতনামা অসংখ্য মহিলা ও পুরুষ সাংবাদিক তার পাশে বসে কাজ শিখেছেন। সকলেই কর্মমুখর এই মানুষটির কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে সোচ্চারে বলে থাকেন। এটাই মানুষ দেবাশিস ভট্টাচার্যের এক বড় প্রাপ্তি।

বর্তমান নিবন্ধকারের বাড়ির খুব কাছেই তিনি থাকতেন, সেই কারনেই বাড়ির প্রায় সকলের সঙ্গেই তার গভীর যোগসূত্র ছিল সুদীর্ঘকাল ধরে। অগ্রজ পলাশ মিত্রের প্রতি ছিল তার গভীর শ্রদ্ধা। সাহিত্যের নানান অনুষ্ঠানে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। পরবর্তীকলে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গেও সাংবাদিকতার সূত্রে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল কলকতা করচায় যখন আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে প্রোফাইল লিখতে হত সেই সময় জ্যোতি বসু থেকে অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন থেকে সুশীল ধারা, হাসিম আবদুল হালিম থেকে কাশীকান্ত মৈত্র; এই সমস্ত ব্যাক্তিত্বদের নানান রাজনৈতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তার থেকে আমি জেনেছিলাম, যা আমার লেখার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই ভাবেই আমি আবিস্কার করেছিলাম অন্য এক অনুজ দেবাশিসকে। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে তার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল,তার প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী তার সহধর্মিনী দীপালি ভট্টাচার্য। আমারই অনুরোধে, গত বছর ৪ জানুয়ারি আজকাল সংবাদপত্রে উত্তর সম্পাদকীয়তে স্বনামের লেখাটি তার শেষ প্রকাশিত লেখা, যার বিষয় ছিল, ‘আঞ্চলিক ইতিহাসের পুরোধা ব্যাক্তিত্ব সুধীরকুমার মিত্র।’

ভালবাসতেন দুধ চিনি ছাড়া লিকার চা খেতে আর রাজনীতি বিষয়ক যেকোন বই এর সন্ধান পেলেই তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। বেশি অসুস্থ হবার কিছুকাল আগে পর্যন্ত গত ৩০ বছর ধরে তিনি প্রতিদিন ৬ খানি সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলায় নিয়মিত পড়তেন এবং পছন্দের মানুষদের ভালো লেখাগুলি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া ছিল তার দৈনন্দিন কর্মসূচি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মূল্যবান বই লিখেছিলেন কয়েক বছর আগে।ইচ্ছা ছিল আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক লেখালেখি করবেন। পুরোনো পুলিশ ফাইল দেখে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারে থেকে তথ্যব সংগ্রহ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা হাতে পেলাম না তার সেই গবেষনা লব্ধ মূল্যবান কাজ। তার সবচেয়ে বৈশিষ্ট কোন ব্যাপারে না বলতে পারতেন না।সাধ্যর বাইড়ে গিয়েও চেষ্টা করতেন চাহিদা মেটানোর। এও এক ব্যাতিক্রমি দৃষ্টান্ত বটে। ছেলেবেলায় ভাল ফুটবল খেলতেন পাশাপাশি মোহনবাগানের খেলা থাকলেই ময়দানে হাজির হতেন বন্ধুদের সঙ্গে। মুখে মুখে মনে রাখতেন রাজনীতির ইতিহাসের হাজার হাজার তথ্য। সকলকে হতবাক করেদিয়ে মগজ থেকেই আউড়ে যেতেন সন তারিখ ও ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আশার কথা, বন্ধুজনেরা উদ্যোগী হয়ে তাঁর জন্মদিনে প্রকাশ করেছেন তাঁর দুটি মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর বাড়ির অদূরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর আবক্ষ মূর্তি। ইতিমধ্যেই তাঁর জন্মদিনে শুরু হয়েছে দেবাশিস ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা। সমাজকর্মী সুজাত ভদ্র প্রথম স্মারক বক্তৃতা প্রদান করলেন। সহধর্মিনী দীপালি ভট্টাচার্য অনেকের সহযোগিতায় তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা নিবন্ধ আলোচনা ও বিবিধ লেখালেখি সংগ্রহ করে আরও নতুন নতুন সৃষ্টি আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার ভাবনায় রত আছেন।

সমাজ সঠিক সুস্থতায় সাজান

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এ সমাজ আমার, এ সমাজ আপনার, এ সমাজ আমাদের। মানে, তা সবার। তবু আমরা প্রতিটি মুহূর্তে মরে বেঁচে আছি যেনো। কেনো? এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী আমরাই। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে ভুলে ভরা। আমরা ব্যক্তি স্বার্থে মেতে উঠি। জন্ম থেকেই। আমরা দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েছি একেবারে ছোট বয়স থেকেই।

আমরা কোনো কাজই ঠিকঠিক করি না। আমাদের যা করা উচিত তা আমরা করি না। মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে কবেই। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি তাও ভালোটা দেখছি না। আমরা সব শুনতে পাচ্ছি তবু ঠিকটা শুনতে পাচ্ছি না। মানে আমাদের ঘুম কোনো কিছুতেই ভাঙছে না। আমরা শুয়ে আছি। মানে আমাদের ভবিষ্যৎ শুয়ে আছে । তাও আমরা কিছুতেই কিছু যেনো টের পাচ্ছি না। মানে জাগতে পারছি না। শুধু নিজেরটা হলেই হলো। মানুষ কত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কেউ কাউকে দেখছে না। না, রক্তের সম্পর্ক হলেও না।আমরা ছোটোবেলা থেকেই সেই ভাবে মানুষ। ছোটবেলায় বলা হয়েছিল --এই যে টিফিন টা তোমায় দিলাম সেটা কিন্তু তোমার,কাউকে দেবে না। চাইলেও দেবে না। মানে ছোটবেলা থেকে শিশু শিখল চাইলেও দিতে নেই! মানে সব একা একা ভোগ করতে হয়। নিজেরটা হলেই হলো, অন্যের ভাবনা তোমার নয়। এই শিশু বড় হবে। সে আরো জানবে আরও বুজবে আরো শিখবে। এবং ছোটবেলায় শিক্ষাকে কাজে লাগবে। মানে তোমাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতেই হবে। তাহলেই তুমি বাঁচতে পারবে , নইলে নয়। কেমনভাবে ঘটছে সে কর্মকাণ্ড চলুন তারই সারমর্ম খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।

একটা সময় ছিল যখন ভয় বলে একটা জিনিস ছিল। বাবার ভয়, বড়দার ভর কিংবা ভয় পাওয়ার মতো কোনো ব্যক্তিকে দেখলে জড়সড় হয়ে যেত অনেকেই। কিন্তু এখন তা আর নেই। সেদিন রাজাবাজার থেকে ফিরছিলাম। একসঙ্গে জনা ছয় সাত বাচ্চা লাফিয়ে বাসে উঠল। কন্ডাকটর বকল। আমিও। বললাম — পরে গেলে কি দেখতো? বললো-- আল্লাহ দেখেগা। মানে ভগবান দেখবে। ভাবুন একবার। এদেরকে আমি কাঁটাতার পেরোতে দেখেছি,পিচ গলা রাস্তায় ছুটতে দেখেছি,অনেক বিদ্যুতের তারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে দেখেছি, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মাল বহন করতে দেখেছি--এরকম কত কত কত। ইয়েস, এরাই ফেরোসাস হয়। এরাই বড় ছোটর সম্মান করতে জানে না। এরাই মুখে অখোস্ত কথা বলে। এরাই বাজে কাজ করে। এরাই পড়াশুনো করে না।এরাই সব কাজে ফাঁকি দেয়। এরাই নেশা করে,এরাই মাতাল হয়,এরাই মা বোনের ইজ্জত দিতে জানে না, এরাই প্রতিদিন অন্যায়-অসাধু কাজে মত্ত থাকে — এরকম একটু একটু করে অনেকটা বেড়ে যাওয়া আরকি। ভয় সেখানেও ততোটা নয়, যতটা এটা ভাইরাসের মত ছড়ায়। মানে সংখ্যাটা দিনদিন বেড়েই যায়। মানে সেখানেই ভয় হয়। ভীষণ ভীষণ ভয়।

ভালো শিক্ষা ভালো পরিবেশ ক’জনের ভাগ্যে জোটে! এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা পায় না, আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা চাওয়ার আগেই সবটা পেয়ে যায়। যে একেবারে কিছু পায় না তার ইচ্ছাটা একেবারে মরে যায়। মানে সে কোনো কিছুতেই আর ভালো কিছু খুঁজে পায় না বা তার কোন কিছুতেই তেমন মন নেই। আবার যে সবটা পায় সে দ্রুত সবটা হারায়। কোনো কিছুকেই তেমন গুরুত্ব দেয় না। দু’টোই খারাপ। আর সব থেকে বড় ভুল হলো আমরা জানি না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আমাদের প্রপার শিক্ষা তেমন নেই। আমরা সব পেয়েছির আসরে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। কোনো কিছুরই তেমন গুরুত্ব দিই না। আবার একা ভোগ করার প্রবণতা আমাদের এক অন্ধকার জগতে রেখে দিয়েছে। এর পেছনেও সেই পারিবারিক কাঠামো দায়ী। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বিলিং করে কি আর সবটা শেখা যায়! রিলেশন তো এখন বইয়ের পাতায় পড়ানো হয়। না,ছোট বেলায় নয় ; এমন কি ‘নেট ‘পড়তেও রিলেশন নিয়ে পাঠ্যক্রম আছে। অতদূর বা গেলেও ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ এর প্রোগ্রামে মাঝেমধ্যে রচনাদির একটা প্রশ্ন থেকেই থাকে — সম্পর্ক নিয়ে। দেখা যায় এক্ষেত্রে বাজার প্রেস করতে সময় লাগে। আবার সময় নিয়ে প্রেস করেও ভুল উত্তর হয়। মানে ঠিক আমাদের জীবনের মত।

এবার আসি মিডিয়ার ব্যাপারে। আমাদের সময় এত মিডিয়ার রমরমা ছিল না। তখন একটা ল্যান্ড ফোন থাকা মনে বিরাট ব্যাপার। আর একটা সাদা কালো টেলিভিশন থাকা মানে সেই বাড়ি খুব বড়লোক। সেই বাড়ির মেজাজটাই আলাদা। আর এখন সেলফোন সবার হাতে। শিশু মোবাইল ফোনে কার্টুন না দেখে খাবার খায় না। এর পর একটু বড় হলে গেম, আরেকটু বাড়লে— হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম সহ আরো কত কি। কিন্তু এগুলি যখন ছিল না তখনও তো জীবন চলতো। আর আজ! এখন এই কথা বললে রে রে করে সকলে তেরে আসবে। বলবে ন্যাকা। শুনতে হবে -- ব্যাকডেডেড। এখন মোবাইল ছাড়া জীবন অচল। অনেকে বলবে এখন যুগ অনেক ফাস্ট। তাই এটা লাগে প্রয়োজনে। তাতে আর বলবার কি। ভালো কথা। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যখন বাবু পড়ার নাম করে নীল ছবি দেখে এবং সেই করে শেষ হয় পুরো শৈশব তখন কি একবারও মনে হয় না এই মোবাইল হল ‘কাল’! অবশ্য গোটা সমাজ এতে বিপর্ণ। কে না জানে এই মোবাইল ফোন আমাদের কিভাবে শেষ করে দিচ্ছে। তাও কি আমরা এটা ছাড়া চলার সাহস দেখাতে পারছি। না, পারছি না। কারণ তা আর সম্ভব নয়। তবে ভালো থেকে খারাপ হচ্ছে বেশি। কিন্তু তাও আমাদের কিছু করার নেই। আমরা প্রতি মুহূর্তে মোবাইল ফোবিয়ায় মেতে উঠি সর্বনাশ জেনেও। কি ভয়ানক সব সাইড এসে গেছে! এখন কত ব্যবসা গড়ে উঠেছে এই মিডিয়ায়। নানাভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে এই সোশ্যাল মিডিয়ায়। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো মেয়েরাই নেমে পড়েছে এই বাজারে বেশি। ফলে সর্বনাশ হওয়ার আর কোনো ঝুঁকি রইলো না। অন্যান্য মিডিয়ায়ও সর্বনাশ হয়েছে তবে মোবাইল ফোনে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ক্ষতি হয়েছে মূল্যবোধ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচিবোধ থেকে সম্মান সব কিছু। সমাজে আঁচড়ে পড়েছে এর খারাপ দিক। যা ভালো দিকে নিয়ে যাচ্ছে না উত্তর প্রজন্মে। আপনি- আমি সচেতন থেকে আর কি করবো। আমাদের শিক্ষা আমাদের সমাজে সঠিক ভাবে নিয়ে যাচ্ছে না। অনেক ভালোদিকের মধ্যে থেকেও খারাপ দিকে যুব সমাজ বিনষ্ট হচ্ছে।এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। কি করে এ থেকে ব্যবসা করা যায় তা দেখাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। বলতে দ্বিধা নেই এতে মেয়েরা খুব মেতে উঠেছে। খুলে দেখুন না ফেসবুকে মেয়েরা কতটা অসভ্য হতে পারে তা সহজে বুঝতে পারবেন। মানে যে এটা আবিষ্কার করলো হয়ত সে লজ্জায় মরে যাবার যোগাড়। এ কোন দিন দেখতে হচ্ছে তাকে। খুব সচেতন মানুষও অবাক! এটা কি চলছে। কে কতটা পণ্য --তার কম্পিটিশন লেগে গেছে! এ আমাদের লজ্জা। একটা জাতির লজ্জা। আর একটা সমাজ ও দেশের প্রবল লজ্জা তো বটেই।

আসুন এবার নেশার কথায় আসি। একটা সময় ছিল যখন বিড়ি পরে সিগারেট এর নেশা ছিল প্রবল। ইয়েস, এটাই ছিল স্কুল পাস আর কলেজ গোয়িং ছাত্রের প্রবণতা। তবে তখনও লুকিয়ে খাবার বা বড় ছোট দেখে খাবার প্রবণতা ছিল। না,তারপর কালের নিয়মে তা একেবারে হারিয়ে গেছে। মানে এখন আর লুকিয়ে কিছু হয় না। বুক ফুলিয়ে মাদক সেবন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়ে খাওয়া হয়। না, সিনিয়র-জুনিয়র কিছু মানা হয় না। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় আবারও সেই মেয়েরাই সাংঘাতিক ভূমিকা নিয়েছে। আপনি হয়তো বলবেন ছেলেরা ধূমপান করলে কোনো ক্ষতি নেই আর যত দোষ সেই মেয়েরা তামাক সেবন করলে! আসলে আমি মনে করি একটা দেশের গঠনমূলক ভূমিকা নেই মেয়েরা। আর সেখানে মেয়েরাই যদি সমাজ বিনষ্টের মূলে থাকে তবে কি আর কোনো গঠন থাকলো? এই প্রশ্নটা কি আসে না! এরপর আসলো মদের বিষয়। ছোট থেকে বড় সকলেই এই নেশায় আসক্ত। কত পাড়া কত রাস্তা কত গলি আছে যেখানে মদের আসর সন্ধ্যে থেকে বসে তার ইয়ত্যা নেই। ভদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা বেশি রাত অবধি বাইরে থাকলে বাবা মায়ের চিন্তার ভাঁজ কপালে পরে! আবারো বলবার বিষয় এই ব্যাপারে মেয়েরাও বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। বিয়ার নাকি মদ নয় প্রায় বলে থাকে ওরা। আমাদের পাড়ার গার্লস স্কুলে লাস্ট ইয়ারে এক ঘটনা ঘটেছিল। লাস্ট দিন ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের আগে। হঠাৎ দেখা যায় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। বহুবার ডেকেছে। কিছুতেই সহ শিক্ষক দরজা খুলতে পারেননি। বহু চেষ্টা করেছেন। হেড মিস্ট্রেসকে ডাকা হলো। না, তিনিও পারলেন না। ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ আসে নি। অনেক ভেবে চিনতে পরিচালন কমিটির সঙ্গে কথা বলে অগত্যা থানায় খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে। একটু দূরে গাড়ি রাখা হয়। না, তাদের দ্বারাও অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। এতগুলো মেয়ে বলে কথা। মহিলা পুলিশ পারছে না। এর পর পুরুষ পুলিশ আসে। তারা অনেক কসরত করে দরজায় আঘাত করে থুড়ি প্রায় ভেঙে দরজা খোলে। কিন্তু এ কি দেখছে তারা। হেড মিস্ট্রেস ও অবাক। এদিক ওদিক পরে আছে মেয়েরা। সঙ্গে দামী মদের বোতল ছড়ানো ছিটানো। অনেকের আবার বস্ত্রের ঠিক নেই। না দেখতে চাইলেও ঠিক আপনার চোখ চলে যাবে। সে এক ভয়ানক ব্যাপার। জনা কুড়ি মেয়েরা-- প্রায় বিবস্ত্র। ওরা প্ল্যান করে এটা সেলিব্রেটি করেছে। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করে কি করবেন? হেড মিস্ট্রেস বলে কি করা উচিৎ তাই তো ভেবে উঠতে পারছি না। — আপনি যা ভালো বুঝবেন। সামনে ওদের পরীক্ষা। কেরিয়ারের কোনো ক্ষতি না হয় এটাই বিনীত নিবেদন। বড়বাবু আশ্বাস দিলেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেটাই দেখবো। তবে পরীক্ষা শেষ হলে এরাই আরো উৎসন্যে যেতে পারে তাই বলছি পরীক্ষা শেষে ওদের গার্জেন কল করবেন। যাতে কোনো ক্ষেত্রে ওরা এ রকম আর না করতে পারে। বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন। ঘটনা রাষ্ট্র হতে সময় নেয় না। হেড মিস্ট্রেস একটি বুদ্ধি খাটলেন। রেজাল্ট দেওয়ার সময় এদের গার্জেন কল করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু জানলে অবাক হবেন ওই কুড়ি জনের মধ্য আঠেরো জন আউট স্ট্যান্ডিং রেজাল্ট করেছে। ভাবুন! এবার হেড মিস্ট্রেস কি করবে! সুতরাং এটা বোঝা গেলো যে ট্যালেন্ট নিয়ে নেশা বা সমাজ অবক্ষয়ের কোনো সংযোগ নেই। তবে সাবধান থাকতে হবে। এই নেশা আমাদের জীবনে থুড়ি স্টুডেন্ট লাইফের কি ক্ষতি করছে আমরা তা ভাবতে পারছি না। জাস্ট ভাবতে পারছি না এ কোন সমাজে আমরা এগিয়ে চলেছি! কি আমাদের ভবিষ্যৎ! কি আমাদের দায়িত্ব! কি আমাদের কর্তব্য! কি আমদের সঠিক পথ তা আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। সেক্স, নেশা, মিডিয়া, পয়সা, লোভ, বেপরোয়া ভাব, মূল্যবোধ হীনতা আমাদের কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এ কোন কালচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি-- তা ভাবনার সময় এসেছে! আমার-আপনার এতে বড় ভূমিকা নিতে হবে। আমরা যেনো জ্ঞানপাপী হয়ে চুপ চাপ না থাকি। আমাদের মনুষ্যত্ব যেনো আমাদের সর্বদা জাগিয়ে তোলে। কি আমরা পারবো না? একটু চেষ্টা করলে তা তো করতেই পারি। সরি, একটু একটু করে অনেকটা করতে পারি। যদি শুনতে পান তবে প্লিজ হৃদয় দিয়ে সায় দেবেন। কথা দিলাম তাতে কোনো মানবিক আঘাত পাবেন না। আর সৎ ভাবনা থেকে সরে যাবেন না।

সিউড়ি থেকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মেডিক্যাল কলেজের পঠন পাঠন শুরু হওয়ায়র পর দীর্ঘ প্রায় ১৩ মাস কেটে গেছে। তবে রবিবাসরীয় সকালে বীরভূমের সিউড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে ভার্চুয়ালি আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ছুটির দিনেও তিনি বীরভূম থেকে একাধিক প্রকল্পের সঙ্গে

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেরও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায়, হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই সহ একাধিক বিশিষ্টজন। উল্লেখ্য, এই উদ্বোধনের অনেক আগে অর্থাৎ গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পঠন পাঠন শুরু হয়। আর তারপর এতদিন পর এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। এই বিষয়ে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একাধিক প্রকল্পের পাশাপাশি এদিন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেরও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এখানে অনেক আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই সরকারি নিয়ম মতোই ২০২২ সালেই ক্লাস শুরু করে দেওয়া হয়। ওনারা নিজেদের মতো করেই ক্লাস শুরু করেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পগুলি একে একে করে উদ্বোধন করেন।

জবকার্ডধারীদের থেকে বকেয়া মজুরির তথ্য সংগ্রহ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর তৎপর তৃণমূল, শিবির করে এলাকার জবকার্ডধারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে বকেয়া মজুরির তথ্য।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এ রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের যে টাকা বকেয়া রয়েছে, আগামী ১ মার্চ মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরই তৎপর হয়েছে তৃণমূল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শিবির করে রীতিমতো স্থানীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে বকেয়া মজুরির তথ্য সংগ্রহ শুরু করল তৃণমূল নেতৃত্ব। আগামী ৮ দিন ধরে এই তথ্য সংগ্রহ চলবে বলে জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্ব এনিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূলকে।

একশো দিনের প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে এ রাজ্যে। প্রায় দু'বছর ধরে বকেয়া রয়েছে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করা শ্রমিকদের মজুরিও। এসব নিয়ে গত দু'বছর ধরে কেন্দ্র রাজ্য চাপানউতোরে কম জলঘোলাও হয়নি। কিন্তু এখনও মেলেনি বকেয়া মজুরি। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি আগামী ১ মার্চ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর এই ঘোষণার পরই কোন এলাকায় কত টাকা মজুরি বাকি রয়েছে, তা জানতে রীতিমতো শিবির করে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে তৃণমূল। বাঁকুড়ার কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে রবিবার রীতিমতো সহায়তা কেন্দ্র খুলে বকেয়া মজুরির তথ্য সংগ্রহ শুরু করে তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। সংগ্রহ করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় নথিও। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে শ্রমিকরা জবকার্ড ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবই নিয়ে এই শিবিরে হাজির হয়ে নিজেদের বকেয়া টাকা সম্পর্কে নাম নথিভুক্ত করাচ্ছেন শ্রমিকরা। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, যাঁরা এই নাম নথিভুক্ত করাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই ১ মার্চ বকেয়া টাকা পেয়ে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর দীর্ঘ দু'বছর ধরব বকেয়া পড়ে থাকা মজুরি পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন শ্রমিকরাও। বিজেপির দাবি, রাজ্য হিসাব না দেওয়ায় কেন্দ্র টাকা দেয়নি রাজ্যকে। এখন রাজ্যের যাবতীয় উন্নয়নের কাজ থামিয়ে দিয়ে সেই টাকা দিতে চাইছে রাজ্য। শেষ পর্যন্ত রাজ্য যদি শ্রমিকদের সেই বকেয়া দিয়েও দেয় তা হলে যাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা সেখান থেকে কাটমানি খেতে পারেন, তার জন্যই এমন শিবির করে তথ্য সংগ্রহ করছে তৃণমূল।

আরামবাগে কোল্ড স্টোরেজে গ্যাস লিক, আতঙ্কিত স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভয়াবহ পরিস্থিতি আরামবাগের ২২ মাইল এলাকায়। এখানে লক্ষ্মীমাতা কোল্ডস্টোরেজ থেকে রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ হঠাৎই গ্যাস লিক করতে শুরু করে। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৩ কিমি এলাকাজুড়ে ভয়ঙ্কর গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মানুষ। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় দীর্ঘ ৬ বছর ধরে বন্ধ থাকা কোল্ড স্টোরেজ থেকে তীব্র ভাবে গ্যাস বেরচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, এই কোল্ড স্টোরেজের মালিক সাবিরবাবুকে খবর দেওয়া হলেও তিনি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানা ও ফায়ার ব্রিগেডে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন আসার পরেও গ্যাসের গন্ধের তীব্রতা এতটা বেশি ছিল যে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। এদিকে আতঙ্কে স্থানীয় মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। বহু মানুষ অসুস্থতা বোধ করে।

বন্ধ থাকা কোল্ড স্টোরেজে কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে মালিকের কোনও বক্তব্য না পাওয়া গেলেও, স্টোরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এক কর্মী সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টোরটিতে সংস্কারের জন্য রবিবার নাকি একটি টেকনিক্যাল টিম এসেছিল। তাঁরা কাজ করার সময় হঠাৎই গ্যাস লিক করতে শুরু করে। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও সামলাতে না পারায় তাঁরা পালিয়ে যান। তার ফলেই এই দুর্ঘটনা। শেষখবর পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার ব্রিগেড ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মীর চঞ্চল বলেন, 'প্রায় ৫-৬ বছর ধরে স্টোরটি বন্ধ হয়ে আছে। বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। মালিকের কোনও বিষয়ে হেলদোল নেই। কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।' স্থানীয়রা সম্পূর্ণ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করার পাশাপাশি স্টোর মালিকের শাস্তির দাবি তুলেছেন।

মানুষের সাহায্যার্থে সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২১ লক্ষ মানুষকে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা প্রদান করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিবার কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা ফেরতের ক্ষেত্রে মানুষকে সাহায্যের জন্য সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়। এদিন সহায়তা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা সহ তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়,সঞ্জিত রায়, কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মহল সহ অন্যান্যরা।

পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার দিনের পর দিন রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করে চলেছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের বঞ্চনাকে তোয়াক্কা না করে রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে মুখমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বকেয়া টাকা ফেরতের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই মতো যে সমস্ত মানুষ ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পাননি, তাঁদের ফর্ম ফিলাপ করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

একইসঙ্গে রাজ্যের মানুষকে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য তঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তার সঙ্গে মহিলাদের লক্ষীর ভান্ডারের টাকা বাড়ানোর জন্য মুখমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এলাকার মানুষ।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষে লালকুঠিপাড়া সরকারি আবাসনে মঞ্চস্থ হলো প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের নাটক' হঠাৎ বসন্ত'।

মোবাইল টাওয়ারে যুবক, সাত ঘণ্টার প্রয়াসে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত আমরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের পাত্রগাতি গ্রামে রয়েছে একটি সুউচ্চ মোবাইল টাওয়ার। শনিবার অর্থাৎ গতকাল দুপুর ১২টা নাগাদ হঠাৎই ওই এলাকার এক যুবক চড়ে বসেন সেই মোবাইল টাওয়ারের একেবারে শেষ সীমানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই যুবকের নাম সীমান্ত মাঝি, তাঁর বাড়ি আমরুল অঞ্চলের পাত্রগাতি গ্রামে। এই ঘটনা দেখে রীতিমতো চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে যায় স্থানীয় মানুষজনের। স্থানীয়রা একাধিক ভাবে তাঁকে নীচে নামানোর চেষ্টা চালালেও শেষমেশ কাজের কাজ বলতে কিছুই হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁরা দ্বারস্থ হন দমকল এবং পুলিশের। দমকল এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে ওই যুবককে নীচে নামাতে কার্যত তাদের কালঘাম ছুটে যায়। একাধিক ভাবে তাঁকে নীচে নামানোর জন্য যৌথ প্রয়াস চালাতে থাকে দমকল এবং ইন্দাস থানার পুলিশ।

শেষমেশ সাত ঘণ্টা ধরে কালঘাম ছুটিয়ে ওই যুবককে নীচে নামাতে সচেষ্ট হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। দমকল ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পর পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তাঁকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। কী কারণে যুবকের এই ধরনের কর্মকাণ্ড সেই বিষয়ে তাঁর স্ত্রীর দাবি, মদ্যপ অবস্থায় পারিবারিক অশান্তির জেরেই তাঁর এই কর্মকাণ্ড।

জব কার্ড হোল্ডারদের নথি সংগ্রহে শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দলীয় নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন জব কার্ড হোল্ডারদের কার কত টাকা বকেয়া রয়েছে, তার তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে নথিপত্র পাঠাতে। সেই মতো আজ রবিবার রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো অণ্ডাল ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলের পক্ষ থেকে নথি সংগ্রহ করার জন্য শিবির খোলা হয়। শিবিরে জব কার্ড হোল্ডারদের আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, জব কার্ড নম্বর সহ প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত শিবির চলবে। উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজে বেনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে বন্ধ রয়েছে ১০০ দিনের কাজও। রাজ্য সরকারের অভিযোগ, প্রতিহিংসার কারণে কেন্দ্র একশ দিনের প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। প্রাপ্য টাকা আদায় করে আনতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও টাকা দেওয়ার দাবিতে বসেছিলেন ধর্নাতে। কিন্তু কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া টাকা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একথা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলে ডুবে মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জলে ডুবে মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শাকদহ এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম সুব্রত দাস, বয়স ১৬ বছর। শাকদহ হাই স্কুলের মাধ্যমিকের ছাত্র। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও স্নান করতে গিয়েছিল স্থানীয় পলদা নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুরা যখন দেখে সুব্রত দাস জল থেকে উঠছে না, তখন বন্ধুরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। বন্ধুদের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীরা গিয়ে জলে ডুব দিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করার পর মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি জল থেকে তুলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রটিকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে পৌঁছয় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে এই ছাত্রের। ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া।

জলকষ্টের দাবি, প্রতিবাদে রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে বিক্ষোভে মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শীত এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তার আগেই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে জলকষ্টের দাবি। গত সাত দিন ধরে গ্রামে জল না আসায় প্রবল জলকষ্টে ভুগছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ফুলহরি গ্রাম। জলকষ্টে ভুগে অবশেষে রবিবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার মহিলারা। রাস্তার কাজের জন্যই জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে এই দাবি তুলে স্থানীয় এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় মহিলারা।

বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের ফুলহরি গ্রামে কমবেশি ১২০টি পরিবারের বাস। গত কয়েক বছর আগে গ্রামে পানীয় জলের অভাব মেটাতে বসানো হয় পাইপ লাইন। গ্রামের রাস্তার ধারের একাধিক কল থেকে মেলা জলেই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটে। কিন্তু গত সাত দিন আগে হঠাৎই গ্রামের কলগুলিতে জল আসা বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামে ব্যবহারোপযোগী নলকূপ ও কুয়ো না থাকায় চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েন গ্রামের মানুষ। বাধ্য হয়ে পরিবারের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহে গত এক সপ্তাহ ধরে গ্রামের মহিলাদের ছুটতে হচ্ছে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের মুকুটমণিপুর জলাধারে।

এতদূর থেকে জল সংগ্রহ করতে রীতিমতো ঘাম ছুটছে প্রায় ১২০টি পরিবারের। বাধ্য হয়ে গ্রামের মহিলারা জলের দাবিতে এদিন রীতিমতো রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, কংসাবতী সেচ দফতর সম্প্রতি এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ করছে। সেই রাস্তার কাজ করতে গিয়েই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে জলের পাইপ লাইন এই অভিযোগ করে এদিন রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় মহিলারা।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, বিষয়টি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানার পরই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছিল। দপ্তরের তরফে দ্রুত সেই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পরেও তা সমাধান করা হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির দাবি জল সরবরাহের পাইপ লাইন মেরামতিতে সময় লাগবে। তাই আপাতত ওই গ্রামে ট্যাঙ্কে করে জল সরবরাহ করে জলের অভাব মেটানোর চেষ্টা চলছে।

দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজোয় মেতে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: রবিবার, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমূল গ্রামে দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। আপামর বাঙালি যখন শারদীয়ার উৎসবে মেতে ওঠেন তখন আমূল গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না।

প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের নবমী তিথিতে দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজোর আয়োজন করা হয় আমূল গ্রামে। আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসেন দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজো দিতে। দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজো প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। দেবাসিন চণ্ডীমাতার পুজোয় দু'টি মূর্তি পাশাপাশি রেখে পুজো করা হয়। একটি পুরাতন শিলামূর্তি, অপরটি মাটির প্রতিমা। দেবাসিন চণ্ডীমাতার মাটির প্রতিমা বিচিত্র ধরনের।

দেবীর ডানদিকে রয়েছে চারটি হাত আর বাঁদিকে ছ'টি হাত। তার মধ্যে ডানদিকের একটি ও বাঁদিকের দু'টি হাত বড়। বাকি সাতটি হাত

তুলনামূলক ছোট। সপ্তমী থেকে নবমী এই তিন তিথির পুজো শেষ করতে হয় নবমীতেই। তবে একদিনের পুজো হলেও আচার মেনে উৎসব চলে চারদিনই। পুজো উপলক্ষে বসেছে একটি মেলা। এই পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে উঠেছেন আমূল গ্রামের মানুষেরা।

বনদপ্তরের উদ্যোগে শুরু পাখি গণনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর ও সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশদহ বিলে বন দপ্তরের উদ্যোগে পাখি গণনার কাজ শুরু হল রবিবার।

মন্ত্রী স্বপন জানিয়েছেন, এখানে তিনি খালবিল চুনো মাছ পিঠে পুলি উৎসব করে থাকেন। এখানে দু'টি জলাশয় আছে একটি বাঁশদহ বিল যা প্রায় ৭১ একরের ওপর এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং অপরটি চাঁদের বিল। সেটাও প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে।

তিনি জানান, বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই জলাশয়ে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিরা আসে। যা এলাকাবাসীর সঙ্গে তাঁর নজরও এড়িয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যদি এখানে একটি পাখিরালয় তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার আবেদনে সারা দিয়েই বন দপ্তরের

পক্ষী বিশেষজ্ঞ অফিসার নব্যেন্দুবাবু এবং তাঁর সঙ্গে আরও ১০-১২ জনের একটি দল এদিন পরিদর্শনে আসেন। আগামী কয়েক দিন তাঁরা গোটা এলাকা জুড়ে পাখি গণনার কাজ করবেন।

তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এখানে পাখিরালয় হলে পশ্চিমবঙ্গের পাখিরালয়ের খাতায় বাঁশদহ বিলের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ধীরে ধীরে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে। যা খুবই আনন্দের বিষয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এজেসি বোস রোড ব্রাঞ্চ
১১৯ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন - ২২২৯ ৮০৮৬/০৪৫৭/৩২৫৯

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড ব্রাঞ্চ, কলকাতা** (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এফজিএম অফিস কলকাতা - ১ কর্পোরেট অফিস - ২৫৪-২৬০, অভি শানমুগমসালাই, রয়াপেটা, চেন্নাই - ৬০০০১৪ সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.১১.২০২২ এবং ২৫.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা **মেসার্স ইবিএডি এক্সপোর্টস প্রা. লিমিটেড, জৈনাব খালিদ (সুলতানা) স্বামী খালিদ এবাদুল্লাহ, খালিকা এবাদুল্লাহ পিতা খালিদ এবাদুল্লাহ, মাদিহা এবাদুল্লাহ পিতা খালিদ এবাদুল্লাহ, তানবীর এবাদুল্লাহ পিতা মহ. সানাউল্লাহ, হেনা ফজল পিতা মহ. রফিক আনসারি** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬৪২৪৬৬৩.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ চব্বিশ হাজার ছশো তেষট্টি টাকা) টাকা ২৮.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড ব্রাঞ্চের নিকট বকেয়া **৬৪২৪৬৬৩.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ চব্বিশ হাজার ছশো তেষট্টি টাকা) টাকা ২৮.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত :

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমা ক্ষেত্র	মালিক/বন্ধকদাতা
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত অফিস রুম, সমগ্র একতলা, প্রেমিসেস নং ৭/১, তপশিয়া রোড (দক্ষিণ), থানা : তপশিয়া, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা -৭০০০৪৬	উত্তরে : স্টার লেদার ফ্যাক্টরি ৮ তপশিয়া রোড, দক্ষিণে : নিকাশি/ ক্যানাল, পূর্বে : ৫২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : কবরখানা মাঠ।	তানবীর এবাদুল্লা পিতা মহ সানাউল্লা

তারিখ : ১৭.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)
এলএলপিআইএন: এএআই-৩৩৭৮
রেজি. অফিস : ৩৭, ভগবান গাঙ্গুলি লেন, হাওড়া - ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-নিলাম নোটিশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৮/০৩/২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনস অধীনে কর্পোরেট ডেটরের নিম্নোক্ত বর্ণিত মতে সম্পদ "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রয় করা হবে এবং উক্ত প্রক্রিয়া কোনও সতর্কতা বা প্রতিশ্রুতি ব্যতীতই ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের মূল বিবরণ :

ক্রম নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা পরিমাণ)	ইএমডি (টাকায় পরিমাণ)
১	প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং দ্রব্যাদির তালিকা যেমন : কমপ্রেসর, একটি ৪ চাকার ২০০৫ মেক, আসবাব সোফা, ড্রেস মেটিরিয়াল, অন্যান্য স্টেশনারি দফাগুলি ইত্যাদি স্টোরে অবস্থিত ঠিকানা : ৮/৬ কাশুন্দিয়া সেকেন্ড বাইলেন, হাওড়া - ৭১১১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	৩৪৮৪৯৫ টাকা	৩৪৮৫০ টাকা

সম্পদের পরিদর্শনের তারিখ : নোটিশ প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টা পরবর্তী লিকুইডেটর নির্ধারিত যেকোনও তারিখ। ই-নিলাম নথিতে বিস্তারিত প্রদত্ত। যে কোনও আগ্রহী ক্রেতা সম্যকভাবে অবগত হওয়ার পরই টেন্ডার দাখিল করবেন।
আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে ১৩.০৩.২০২৪ তারিখের পূর্বে "নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত" অ্যাকাউন্ট নং ১৬৭৩১১০১০০০০১০৮ এবং আইএফএসসি কোড -ইউবিআইএন০৮১৬৭৩৬ অ্যাকাউন্টে ইএমডি (ফেরতযোগ্য) দাখিল করতে পারেন ।
ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে https://ncltauction.auctiontiger.net প্রাপ্ত বিক্রয় নোটিশ দেখুন। ই-নিলাম নিয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : শ্রী প্রবীণ কুমার থেবর, ০৯৭২২৭৭৮৮২৮/০৭৯৬৮১৩৬৮৫৪, ই-নিলাম ওয়েবসাইট : https://ncltauction@auctiontiger.net যোগাযোগ করতে পারেন।
তারিখ : ১৯.০২.২০২৪
স্থান :কলকাতা
নিতাই বসাক
লিকুইডেটর- নরেশ রিটেল মার্ট এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00327/2020-2021/13421
রেজি. অফিস : ফ্ল্যাট নং ৩বি, সৃজনি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৪টি/৩, এন কে ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা- ৭০০০৪২/ মোবাইল নং : ৭৫৯৬০৯৮৮৭৭
লিকুইডেটরের ই-মেল, বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত মতে : nbasak2002@yahoo.co.in
যোগাযোগের জন্য ই-মেল : cirp.nareshretail@gmail.com

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এনফিল্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড, (CIN : U27104WB1995PLC070704) রেজিস্টার্ড অফিস : ৯, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ১৫.০২.২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
এনফিল্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
রবীন্দ্র লাল ঘোষ
ডিরেক্টর
ডিন-০২৯৬০০৭৪
ঠিকানা - ৯, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
তারিখ : ১৯.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **১১.০৩.২০২৪ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ১২.০৩.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।
যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০ টাকা (পাঁচশো টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট ১২.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ২ টার মধ্যে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	১৭.০২.২০২৪ মতে বকেয়া পরিমাণ	সোনার মোট ওজন
বগুলা (যোগাযোগ নং ৮০১৭৪৮২৬৪৬)	৪২৯৪৭৭৬১০০০১২৯৮	চন্দন বিশ্বাস	পিত বিষ্ণুপদ বিশ্বাস গোবিন্দপুর কলোনি বারগ্রাম	৫৯৩১১/-	১৯.৪০ গ্রাম
জাগুলি (যোগাযোগ নং ৮২৪০৯২০২৭১)	৪১৫০৭৭৬১০০০০৬৯৫	সৌমেন দেবনাথ	পিতা রাখাল দেবনাথ উখানগরুখরা	১৩৯৪৯৪/-	৩৯.৮০ গ্রাম
কাটিয়াহাট (যোগাযোগ নং ৮১০০৪১৯০৩৫)	৪২৭৫৭৭৬১০০০১৮৬৭	রাজু দত্ত	পিতা দুলাল দত্ত রাঘব কাটি সরপুল উত্তর ২৪ পরগনা	৪৫৭৭৯/-	৯২.৩০ গ্রাম
কাটিয়াহাট (যোগাযোগ নং ৮১০০৪১৯০৩৫)	৪২৭৫৭৭৬১০০০২০২৪	পার্থ সাহা	পিতা কৃপাসিন্ধু সাহা বাগলানিশ্বরূপনগর উত্তর ২৪ পরগনা	১৭৪৮২২/-	৪৫.৫৫ গ্রাম
সোদপুর (যোগাযোগ নং ৯৮৭৪১৯৭০৩১)	৪১৪৮৭৭৬১০০০০১১৩	ঝর্ণা ঘোষ	স্বামী প্রশান্ত ঘোষ তারাপুকুর যুগবনিয়াগরপাড়া	১৬৫৬৩৯/-	২৪.৪০ গ্রাম
কাটিয়াহাট (যোগাযোগ নং ৮১০০৪১৯০৩৫)	৪২৭৫৭৭৬১০০০২০২৫	পার্থ সাহা	পিতা কৃপাসিন্ধু সাহা বাগলানীস্বরুপনগর উত্তর ২৪ পরগনা	৫৮৩৫০/-	১৫.৩৯ গ্রাম
কাটিয়াহাট (যোগাযোগ নং ৮১০০৪১৯০৩৫)	৪২৭৫৭৭৬১০০০১৮২৬	জিসান গাজী	পিতা খালেক গাজী শরাপুর নলবরসানরাপুল উত্তর ২৪ পরগনা	৯১৮৯৬/-	৫৪.১০ গ্রাম
কামারহাট্টি (যোগাযোগ নং ৭৮৭২৯৯৪৩৮৫)	৪০১১৭৩৭১০০০০২৫৯	সাহানা পারভীন	৩০/২ ধোবিয়া বাগানকামারহাটি উত্তর ২৪ পরগনা	২৫৬৭৬/-	৭.৩০ গ্রাম

তারিখ : ১৯.০২.২০২৪
স্থান : বারাসত
স্বা/-জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্সে বিশ্বাসী, মন্তব্য পার্থ ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সিপিএম-বিজেপি কংগ্রেস যৌথ ভাবে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করে এলাকা উত্তপ্ত করছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে অপরাধীর ক্ষমা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্সে বিশ্বাসী। পুলিশ রাজধর্ম পালন করে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তার সমাধান করছি। এ জন্যই অন্যান্যদের থেকে আলাদা তৃণমূল। সন্দেশখালিতে কর্মিসভা শেষ করে সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। তিনি আরও বলেন, আগামী ৩ মার্চ সন্দেশখালিতে বড় জনসভা হবে, এদিন তার প্রস্তুতি সভাও করা হয়। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় তার প্রস্তুতির। অন্যদিকে, দমকলকর্মী সুজিত বসু বলেন, কেউ যদি অন্যায় করে থাকে, আর সেটা যদি প্রমাণিত হয় তবে আইন তার ব্যবস্থা নেবে। দল তাকে রেয়াত করবে না। আমরা কারোর মুখ বন্ধ করতে আসেনি। আমরা সন্দেশখালি মানুষের কথা শোনার জন্যই এসেছিলাম। তাদের কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধান করবে সরকার। সন্দেশখালি বিধানসভায় দুটি ব্লক আছে, ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তার মধ্যে মাত্র দুই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্যা হয়েছে। অন্যান্য জায়গা স্বাভাবিকই আছে। মানুষ আমাদের পাশে আছে তা আগামী দিন সন্দেশখালিতে জনসভার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দেব। রবিবার সন্দেশখালি আসেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হাজি নরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের শেহারা অঞ্চলে বিশাল কর্মিসভা হয়। সদস্যারা ১৪৪ ধারা বর্জিত এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। সন্দেশখালি ১ ও ২ নম্বর ব্লকের কয়েক হাজার তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকরা এই কর্মী সভায় হাজির হয়। আগামী দিনের সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে শাসকদলের রণনীতি কি হয় তা খাতা কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সন্দেশখালি বঞ্চিতদের নামের তালিকা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ রাজধর্ম পালন করে অভিযুক্ত উত্তম সরদার ও শিবপ্রসাদ হাজরাকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্যাম্প করা হচ্ছে। ফলে মানুষের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে। উপরন্তু তারা সরকারের এই পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

চলতি মাসের ৫ ফেব্রুয়ারি সিপিএম ও বিজেপির চক্রান্তে উত্তপ্ত হয় সন্দেশখালির কয়েকটি অঞ্চল। আন্দোলন মিছিল মিটিং প্রতিবাদ থানা ঘেরাও করা হয়। বিরোধীরা গিয়ে পরিকল্পিতভাবে এলাকা আরও উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে। তবে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপে সন্দেশখালি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে এবং বঞ্চিতদের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণাও করে।

‘কেষ্টহীন’ বীরভূমে লোকসভার ভোটের আগে নেত্রীর সভা সুষ্ঠুভাবে শেষ হওয়ায় খুশি তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রবিবার মমতার জনসভা নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ায় খুশি জেলা তৃণমূল, খুশি প্রশাসনও। লোকসভা ভোটের আগে কেষ্টহীন বীরভূমে কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে মমতার জনসভা সেই নিয়েই গত কয়েকদিন রীতিমতো চিন্তিত ছিল জেলা তৃণমূলের কোর কমিটি। কমিটির আহ্বায়ক তথা সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সারাক্ষণ তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন। কোর কমিটিও ব্যস্ত ছিল এই জনসভা সফল করতে। প্রশাসনও সিডিউল চেঞ্জ হওয়ায় তড়িঘড়ি বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তৈরি হয় মঞ্চ, দলীয় তৃণমূল কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে নেমে পড়েন মাঠে। কিন্তু কেষ্টহীন বীরভূমে প্রথম এই জনসভা, তাই রীতিমতো চিন্তা ছিল সকলের মনে। কিন্তু দুপুর বারোটা থেকেই বেশ খুশি তৃণমূলের সকলেই কারণ ততক্ষণে ভর্তি হয়ে গিয়েছে চাঁদমারি ময়দান। ছাত্র-ছাত্রী, যুবক, মহিলা সকল স্তরের মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। আয়োজনেরও কোনও ত্রুটি নেই। পুলিশ লাইনের মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার পৌঁছতেই মঞ্চে চন্দ্রনাথ সিনহা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়চৌধুরী, ফাইজুল হক, নীলাবতী সাহা, অভিজিৎ রায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মোশাররফ হোসেন, বিধানচন্দ্র মাঝি, রাজেন্দ্র সিং, অভিজিৎ সিংহরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজির সঙ্গী জেলা পুলিশ সুপারও। মঞ্চে আসার মাঝেই সৃষ্টিশ্রী প্রকল্পের শিল্পীদের কাছে দশটি ব্যাগ একটি জ্যাকেট সহ প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকার কেনাকাটি করে মঞ্চে উঠলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে জেলার দশ বিধায়ক, জেলার দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, সহকারি সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন এবং কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ-সহ জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠতেই উল্লসিত ছাত্রছাত্রীরা হাততালি দিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তৃণমূলী কর্মীরা এবং সরকারি পরিষেবা প্রাপকেরা। ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই আগাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন বড় হতে হবে পড়াশোনা করতে হবে। অনুষ্ঠান শুরু হল সাবলীল গতিতে মুখে হাসি ফুটল প্রশাসনের, তৃণমূল নেতৃত্বের।

মঞ্চে চশমা পরিয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থা ২৩তম বর্ষে পদার্পণ করল সিউড়ি সবুজের অভিযানে বসুন্ধরা মঞ্চে তাই ইয়ং নাট্য সংস্থার সদস্যদের ফুল চকোলেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানালো সিউড়ি শহরের নাটকের দল প্রেরণা, এখনই এবং বাতিঘর। ইয়ং নাট্য সংস্থার জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো দুটি নাটক সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার ‘হত্যারে’এবং লাভপুর বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর নাটক ‘আখড়াইয়ের দীঘি’। এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী রতন কাহার। সংবর্ধনা জানানো হয় সিউড়ি শহরের নাট্য জগতের তিন মহারথী রজকুমার সাহা, সুবিনয় দাস এবং বাবুল চক্রবর্তীকে। বীরভূম রত্ন কলা সম্মান দেওয়া হয় ডঃ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়কে জানালেন সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার অন্যতম নির্মল হাজরা।

জব কার্ড শ্রমিকদের সুবিধার্থে সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য বাগদার হেলেঞ্চাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সহায়তা কেন্দ্র খুলে জমা নেওয়া হচ্ছে নথিপত্র। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের জব কার্ডের শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রমিকদের পাওনা মেটাবে রাজ্য সরকার এবং সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সহায়তা কেন্দ্র খুলে শ্রমিকদের নথিপত্র জমা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হেলেঞ্চাতে বাগদা থানার সামনে একটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের জেলা পরিষদ সদস্য ভানুমতি বালা ও বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সরজিত ঢালির উপস্থিতিতে। ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের নথিপত্র জমা নেওয়া হয়।

এই বিষয়ে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই মতো আমরা সহায়তা কেন্দ্র খুলেছি। সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা নথিপত্র জমা নিচ্ছি। ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমিক তাঁদের নথিপত্র জমা দিয়েছেন।’ শ্রমিকদের দাবি, ‘আমাদের বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্যই আমরা নথিপত্র জমা দিচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তা কেন্দ্রে।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দেবে বলেও আশাবাদী তাঁরা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্কারের পর উদ্বোধন করেন বিধায়ক খোকন দাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবনের পিছনের দিকের সেড নির্মাণ ও নতুন করে নব কলবরে সেজে ওঠার পথে সংস্কারের পর উদ্বোধন করেন বর্ধমানের দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক খোকন দাসের বিধায়ক তহবিলের টাকায় এই ভবনের সংস্কারের অনেক তাই সম্ভব হয়, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসে যায়, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী মুরারি মোহন কুমারের উপস্থিতিতে বিধায়ক খোকন দাস ফলকের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি কবি ও নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর, প্রধান শিক্ষক সুব্রত মিশ্র, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবির গুহ, কাউন্সিলর অজিত খান, শিক্ষক অনির্বাণ কুণ্ডু, সাহিত্যিক নিখিল চক্রবর্তী, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভিজিৎ মিত্র লেখক ও গবেষক বিদ্যা ভূষণ ভট্টাচার্য, নিতাই মুখোপাধ্যায়, দেবনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিধায়ক খোকন দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘বর্ধমানের উন্নয়ন করার পথে প্রাচীন এই সাহিত্য পরিষদের জন্য কিছু করার দরকার ছিল। আমার বিধায়ক তহবিল থেকে চার লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, আগামী দিনে এই বিল্ডিং যাতে আরও ভালো ভাবে করা যায় প্ল্যানিং করে করতে হবে। প্রাচীন বর্ধমান শহরকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা চাই।’ তিনি জানান, অনেক কাজ হয়েছে, আরও হবে। এই দিন সাহিত্য পরিষদ ভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও দুপুরে একসঙ্গে বসে খাওয়া হয় বলে জানান সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজ সেবী কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুজিত চট্টোপাধ্যায় ও সমাপ্তিকা মণ্ডলের সুচারু পরিচালনায় সংগীত ও গানের আসর মাতিয়ে তোলেন সাহিত্য পরিষদের শিল্পীরা।

৩২ লক্ষের শুশুনিয়ার সুদৃশ্য দুই কটেজ দুষ্কৃতীদের আখড়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ -১৪ অর্থবর্ষে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল দু'টি কটেজ। কিন্তু অভিযোগ, সেই কটেজগুলি চালুর আগেই প্রশাসনিক উদাসীনতায় পরিণত হয়েছে দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের আখড়ায়। প্রশাসনিক এই টালবাহানা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বাঁকুড়ার অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড়। এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্বাদ নিতে সারা বছরই এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে পর্যটক ছুটে যান শুশুনিয়া পাহাড়ে। কিন্তু পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো নিয়ে পর্যটকরা বারেবারে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২০১৩ -১৪ সালে পাহাড়ের এই পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের তরফে ১৬ লক্ষ টাকা ও পূর্ত দপ্তরের তরফে ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে পাহাড়তলিতে দু'টি সুদৃশ্য কটেজ তৈরি করা হয়। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তৈরির পরেও কটেজগুলি চালু করা যায়নি।

দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকতে থাকতে একে একে কটেজের সমস্ত জানালা দরজা চুরি হয়ে যায় বলে দাবি। আরও দাবি, সন্ধে নামলেই কটেজগুলির দখল নেয় সমাজবিরোধীরা। দু'টি কটেজেই

নিয়মিত বসে মদের আসর। স্থানীয়দের দাবি, বারেবারে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে এনেছেন তাঁরা। কটেজগুলি চালুর আবেদনও জানানো হয়েছে। কিন্তু হাল ফেরেনি বহু লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি এই কটেজগুলির।

কটেজগুলির এহেন অবস্থার জন্য রাজ্য সরকার ও শাসকদলের সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ী করছে বিজেপি। দায় এড়িয়ে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ জানিয়েছে বিষয়টি তাঁদের জানাই ছিল না। তবে কটেজগুলি চালুর ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ।

উদ্ধার ২ কুইন্ট্যাল গাঁজা, গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে ২ কুইন্ট্যাল গাজা উদ্ধার। পুলিশের জালে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি নদিয়ার চাকদা থানার সান্যাল চর বিশ্বাসপাড়া এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার গোপন সূত্রে খবর পায় চাকদা থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তপন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেন। সেখানেই উদ্ধার হয় বস্তা বস্তা গাঁজা। জানা যায়, ওই গাঁজার ওজন ২ কুইন্ট্যাল। যদিও এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তপন বিশ্বাস ও আনন্দ সরকার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তপন বিশ্বাস নামে মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় চাষ করা গাঁজা সংগ্রহ করে বাড়িতে মজুদ করতেন, তারপরে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করতেন তিনি। পুলিশ বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁকে নজরে রেখেছিল, এদিন সাফল্য পেল পুলিশ। তবে দিনের বেলায় এক বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

১০০ দিনের বকেয়া প্রদানে সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূলের নির্দেশ অনুযায়ী বাঁধগোড়া ও রাধানগরে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি প্রদানের জন্য সহায়তা কেন্দ্র করল বাঁধগোড়া ও রাধানগর অঞ্চল তৃণমূল। রবিবার দুপুরে বাঁধগোড়া ও রাধানগরে সহায়তা কেন্দ্র করে স্থানীয় ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকদের নাম সংগ্রহ করা হয়।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজ করে এতদিন মজুরি

থেকে বঞ্চিত ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মজুরি প্রদান করবে রাজ্য সরকার। যাতে প্রকৃত বঞ্চিত শ্রমিকরা সঠিক সময়ে মজুরি পান, তাই এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সরেন, অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর বেজ, পঞ্চায়েত প্রধান শুভ্রা মান্ডি, যুব সভাপতি অভিজিৎ মাহাতো, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নেপাল চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূলের নির্দেশ অনুযায়ী নয়াগ্রামের বালিগেড়িয়া ও খড়িকাতে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি প্রদানের জন্য সহায়তা কেন্দ্র করল বালিগেড়িয়া ও খড়িকা অঞ্চল তৃণমূল। রবিবার খড়িকা ও বালিগেড়িয়াতে সহায়তা কেন্দ্র করে স্থানীয় ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকদের নাম সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউত, নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

বেহাল সড়ক পুনর্নির্মাণের দাবিতে অবরোধ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রাম সড়ক যোজনায় তৈরি হয়েছিল পাকা রাস্তা। বছর দুয়েক আগে সেই রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় তা মেরামত করতেও করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু অভিযোগ, সম্প্রতি ওই রাস্তার নীচ দিয়ে পাইপ লাইন বসাতে গিয়ে রাস্তার দফারফা করে দেয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। ভাঙা রাস্তায় ছাই ফেলে সেই সড়কের বেহাল অংশ ঢাকা দিলেও দিন কয়েক যেতে না যেতেই ফের বেরিয়ে পড়েছে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা। প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। অবিলম্বে রাস্তা পুনর্নির্মাণের দাবিতে এবার রাস্তায় নামল সিপিএম। সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে চলছে লাগাতার বিক্ষোভ। ঘটনা বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের মালিয়াড়া গ্রামের।

বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের মালিয়াড়া গ্রাম থেকে মেটালি হয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার রাস্তার ওপর স্থানীয় ৮ থেকে ১০টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, এই রাস্তা দিয়ে দুর্লভপুর এলাকা থেকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে শিল্প শ্রমিক দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে যাতায়াত করেন। বছর কয়েক আগে এই রাস্তাটি গ্রাম সড়ক যোজনায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়। বছর দুয়েক আগে ওই রাস্তার বিভিন্ন অংশ বেহাল হয়ে পড়লে ফের রাস্তা মেরামত করে পূর্ত দপ্তর।

কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি সেই রাস্তা দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। পাইপলাইন নিয়ে যেতে গিয়ে গোটা রাস্তা কার্যত খুঁড়ে ফেলে ওই দপ্তর। পাইপ লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে খোঁড়া অংশে ছাই চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। জলে ধুয়ে ও হাওয়ায় উড়ে সেই ছাই রাস্তা থেকে সরে যেতেই বেরিয়ে পড়ে রাস্তাটির কঙ্কালসার চেহারা। ভাঙাচোরা সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই এখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষের। মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে রাস্তা মেরামতের দাবিতে কিছুদিন আগে সিপিএমের পক্ষ থেকে বিডিওকে চিঠি দেওয়া হয় বলে দাবি। চিঠিতে কাজ শুরুর জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও প্রশাসনের তরফে রাস্তা মেরামতের কোনওরকম উদ্যোগ না নেওয়ার দাবিতে এদিন সকাল থেকে মালিয়াড়ার কাছে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় সিপিএম নেতা কর্মীরা। বড়জোড়া থানার পুলিশ অবরোধকারীদের সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসা হয় অবরোধকারীদের।

অবরোধকারীদের দাবি, রাস্তার কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোনও ভাবেই আন্দোলন থেকে পিছু হঠবেন না। তৃণমূল সিপিএমের এই আন্দোলনকে নোংরা রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের দাবি, শনিবার প্রশাসনিক ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে ওই রাস্তা দ্রুত মেরামতের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বড়জোড়া ব্লক প্রশাসন। তারপরও সিপিএম বিজেপিকে নিয়ে এই নোংরা খেলায় নেমেছে।

আরামবাগে আইসিডিএস পরীক্ষা কেন্দ্রে সদ্যোজাতকের দুধ পানের ব্যবস্থা করলেন কলেজ অধ্যক্ষ

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: রবিবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ পরীক্ষায় আরামবাগ গার্লস কলেজে হৃদয়স্পর্শী ঘটনা দেখা গেল। একেবারে মনের মণিকোঠায় গেঁথে রাখার মতো ঘটনা। ঘরির কাঁটা তখন ১০টা ছুঁয়েছে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করেছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে। পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটের বাইরে এক সদ্যোজাত দেড় মাসের শিশুর চিল চিৎকার সকলকেই ভাবাচ্ছে। এক বয়স্ক মহিলা গেটে থাকা কর্মীদের সদ্যোজাতকে কোলে করে বার বার অনুরোধ করছেন শিশুটিকে কিছু সময়ের জন্য ভিতরে যাওয়ার জন্য। এতটুকু বাচ্চার তীব্র আর্তনাদ অনেকেরই তখন মন ছুঁয়েছে। খবর গেছে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজিদুল ইসলামের কাছে। খবর পেয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সদ্যোজাতকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। আরামবাগের কাপশীটের পৌলমী দানার বিয়ে হয়েছে মেদিনীপুরের এক যুবকের সঙ্গে। ৪২ দিন আগেই পৌলমী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পৌলমী একেবারেই নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের মেয়ে। বিয়েও হয়েছে একেবারে সাধারণ এক পরিবারে। স্বামী স্থায়ী কোনও কাজ করে না। পৌলমী যদি চাকরির হাহাকার রাজ্যে একটা স্থায়ী কাজ পায় তাহলে পরিবার বেঁচে যাবে। পৌলমীর চোখে একরাশ স্বপ্ন। কিন্তু রাজ্যজুড়েই চাকরির হাহাকার। তাই লক্ষ লক্ষ বেকারের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ৪২ দিনের বাচ্চাকেই সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন পূরণের সন্ধানে বেরিয়েছে সে। পৌলমীর মা দেড় মাসের বাচ্চাকে নিয়ে গেটের সামনে বসে আছে। বাচ্চাকে নানাভাবে সামলানোর চেষ্টা করেও যখন সামলানো গেল না তখন তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন অধ্যক্ষের। অধ্যক্ষ এতটুকু শিশুর তাড়না দেখে দিদাকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করলেন। পরীক্ষা ফেলে সদ্যোজাতকে স্তন্যপান করালেন মা। তারপর বাচ্চা শান্ত হতে দিদাকে একটি বিশেষ রুমে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন মানবিক অধ্যক্ষ। প্রথম দফার পরীক্ষার শেষেই ওই একই পরীক্ষা কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি সহকর্মী পদের পরীক্ষা। এক বিচিত্র দৃশ্য দেখল পরীক্ষাকেন্দ্র। পৌলমীর মা পৌলমীকে টিফিন খাইয়ে দিচ্ছেন। আর পৌলমী তার সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। এই বিষয়ে সাজিদুলবাবু জানান, নিয়মের কারিকুরি নিশ্চিত আছে। কিন্তু একটা দেড় মাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে নিয়মের বেড়াজাল খাটে না। এরা আগামী ভবিষ্যৎ। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন সদ্যোজাতর তেষ্টা মেটাতে। পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই, তিনিও হার্দিকভাবে বিষয়টি দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, এক আগামীর তৃষ্ণা হয়তো পৌলমী মেটাল। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে পৌলমীর ভবিষ্যৎ ঘোরাফেরা করছে সেই পৌলমীর কপালে কী একটা চাকরি জুটবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখা গেল এমএসসি, এমএ, বিএড করা অসংখ্য মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছেন। তারা বলছেন, এসএসসি প্রায় উঠে গেছে। অনেকেই ১০ বছর ধরে চাকরির পরীক্ষা দেওয়ারই সুযোগ পায়নি। চাকরির হাহাকারের রাজ্যে বামেদের মতোই শূন্য হয়ে গিয়েছে অসংখ্য ভবিষ্যৎ। পৌলমীরা কেবল স্বপ্ন দেখে। যে সরকারের স্বপ্ন পূরণ করার দায় ছিল তারা বর্তমান প্রজন্মে অসংখ্য শিক্ষিতের ললাটে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস লিখেছেন। পৌলমীর হাত ধরে কালের লিখন বদলায় কি না,এখন সেটাই দেখার।

পঞ্জাবে আপ ও কংগ্রেস পৃথকভাবে লড়বে, যৌথ সিদ্ধান্ত, দাবি কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: 'ইন্ডিয়া' জোটের সঙ্গে কি আপের দূরত্ব বাড়ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল পঞ্জাবে একা লড়ার কথা জানাতেই এ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে এ নিয়ে রবিবার একটু অন্য বার্তা দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার দুপুরে কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আপ এবং কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনে যৌথ ভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দু'দল পৃথকভাবে লড়বে পঞ্জাবে। এ নিয়ে কোনও শত্রুতা নেই।'

পাশাপাশি কেজরিওয়াল বলেন, 'আমরা দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা করছি। আসন সমঝোতা নিয়েও কথা চলছে। জোট না হলে বিজেপির জন্য সহজ হবে।' উল্লেখ্য, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনে দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনে সব ক'টিই বিজেপির দখলে ছিল। ২০২৪ সালে সেই অঙ্ক পাল্টে ফেলার লক্ষ্য নিয়েছে আপ-কংগ্রেস।

আগেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছিল, 'ইন্ডিয়া জোট'-এর সঙ্গে কি দূরত্ব বাড়ছে আপের? রবিবার আপ প্রধান জানান, পঞ্জাবে একা লড়ার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ ভাবে নেওয়া হয়েছে।

তবে, বিহার, উত্তরপ্রদেশে ধাক্কা খেয়েছে জোট 'ইন্ডিয়া'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে না। দিন তিনেক আগে 'জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স' দলের প্রধান তথা কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা ঘোষণা করেন, আগামী নির্বাচনে একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর দল।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতেই কমল! রবিতেও জিইয়ে রাখলেন জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: শনিবার ছেলেকে নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ। জল্পনা কংগ্রেস ছেড়ে পদ্ম শিবিরের সঙ্গে জুড়তে চলেছেন তিনি। রবিবার সন্ধে পর্যন্ত দল বদলের পাকা খবর না এলেও, এদিনের বিবৃতিতে সেই সম্ভবনাকেই আরও একবার উস্কে দিলেন কংগ্রেস নেতা।

রবিবারও কমল দলবদলের জল্পনা উড়িয়ে দেননি। বরং কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে কমল বলেন, 'এই ধরনের কিছু ঘটলে আপনাদেরই প্রথমে জানাব। আমি কারও সঙ্গে কোনও কথা বলিনি।' বিজেপি সূত্রে খবর, সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন।

কংগ্রেস সাংসদ নকুল নাথকে নিয়ে শনিবার দিল্লিতে গিয়েছেন কমল। তার আগে নকুল নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে 'কংগ্রেস' পরিচয় মুছে দেন। যা জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিয়ে দিয়েছিল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কংগ্রেসের অন্দরে কমলকে নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। তিনি রাজ্যসভার টিকিট চেয়েছিলেন। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেনি। অন্য দিকে, এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি জিতু পটওয়ারি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধীর তৃতীয় পুত্র কখনও বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন? এ কি স্বপ্নেও ভাবা যায়?' দলবদল নিয়ে গুঞ্জনের মধ্যেই দলীয় সহকর্মী দিগ্বিজয় সিং রবিবার

দাবি করেন, কমল কখনই সেই দল ছাড়বেন না, যে দল থেকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। সিং বলেছিলেন যে তিনি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা প্রাক্তন এমপি মুখ্যমন্ত্রী নাথের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কথায়, 'কমলনাথ জি সর্বদা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন সত্যিকারের কংগ্রেস নেতা... তিনি মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক এবং এমপি কংগ্রেস প্রধান সহ সমস্ত পদ পেয়েছেন।'

উল্লেখ্য, গত বছর মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ঝড়ে কার্যত 'উড়ে গিয়েছিল' কংগ্রেস। ২৩০ আসনের মধ্যে বিজেপি পায় ১৬৩টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৬৬টি আসন। তার পরেই দলের অন্দরে কমলকে কোণঠাসা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে কমলকে সরিয়ে বসানো হয়েছিল তাঁর 'বিরোধী' হিসাবে পরিচিত জিতুকে। এমনকি, বিরোধী দলনেতার পদও তিনি পাননি। তার পর রাজ্যসভায় যাওয়ার ইচ্ছার কথা কমল দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের কাছে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সম্মত হয়নি দল।

পুত্রবধূকে অপছন্দ, জোর করে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর চেষ্টা হতেই চলল গুলি, হত ৩

বেগুসরাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি: বাবার অমতে বিয়ে করেছিল ছেলে। শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়নি পুত্রবধূর। দু'বছর মেয়েকে ফের একবার শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর চেষ্টা হতেই ঘটল বিপত্তি। এ নিয়ে বচসায় জড়ালেন ছেলের বাবা। তারপরই রাগের মাথায় তিনি পুত্রবধূ ও তাঁর দাদা ও বাবাকে খুন করে বসেন বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, বিহারের সাহেবপুর কামাল থানার বিষ্ণুপুর আহুক গ্রামে বছর দুই আগে বিয়ে হয়েছিল নীলু কুমারী নামে এক মহিলার। তাঁর বাপের বাড়ি বেগুসরাই জেলার শ্রীনগর এলাকায়। শনিবার সেখান থেকেই ছেলে এবং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নীলুর শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন উমেশ যাদব। তাঁদের দেখেই রেগে যান নীলুর শ্বশুর। শুরু হয় বচসা। তার পরই রাগের মাথায় গুলি চালিয়ে বসেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, আহুক গ্রামের এক বাড়ি থেকে তিন জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। সেই রিপোর্ট পাওয়া গেলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, নীলুর বিয়ে নিয়ে আপত্তি ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ির। অভিযোগ ছিল, তাদের ছেলেকে 'অপহরণ' করে বলপূর্বক নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন উমেশ। তাই বিয়ের পরেও নীলুর জন্য তাঁর শ্বশুরবাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। দু'বছর ধরে বার বার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন উমেশ। তবে কোনও লাভ হয়নি। শনিবার দুপুরে নীলু এবং ছেলে রাজেশ যাদবকে নিয়ে উমেশ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যান। তাঁদের দেখেই রেগে যান সকলে। দু'পক্ষের বচসা হাতাহাতিতে গড়ায়। তার মাঝেই আচমকা নীলুর শ্বশুর বন্দুক বার করে গুলি চালান উমেশদের লক্ষ্য করে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত তিন জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকেরা জানান, তিন জনেরই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন আরও এক কংগ্রেস সাংসদ! মনীশ তিওয়ারিকে নিয়েও জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে যখন মধ্য প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ নেতা কমল নাথের কংগ্রেস ছাড়া নিয়ে প্রবল জল্পনা শুরু হয়েছে, তখন সেই তালিকায় উঠে এল আরও একটি নাম। মণীশ তিওয়ারি ।

পুত্র তথা কংগ্রেস সাংসদ নকুল নাথকে নিয়ে শনিবার দিল্লিতে গিয়েছেন কমল। তার আগে নকুল নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে 'কংগ্রেস' পরিচয় মুছে দেন। যা জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিয়ে দিয়েছিল। রবিবারই তিনি যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে এমনটাই খবর ভাসছে হাওয়ায়। চর্চা শুরু হয়েছে কমল নাথ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে

গেলে, তা কত বড় ধাক্কা হবে কংগ্রেসের জন্য। তারই মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছে কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারিকে নিয়ে। তিনিও নাকি বিজেপির দিকে পা বাড়াচ্ছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগেই দলবদল করতে পারেন তিনি। পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে বিজেপির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর।

যদিও রবিবার মণীশ তিওয়ারির অফিসের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। কংগ্রেস সাংসদের অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, মণীশ তিওয়ারির বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। উনি নিজের কেন্দ্রেই রয়েছেন এবং উন্নয়ন কাজ দেখছেন। প্রসঙ্গত, এর আগে সম্প্রতি মিলিন্দ দেওরা, বাবা সিদ্দিকি, অশোক চাভান থেক শুরু করে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নাতি বিভাকর শাস্ত্রী কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তারা হয় বিজেপি, নয়তো বিজেপি ঘনিষ্ঠ কোনও দলে যোগ দিয়েছেন।

মণীশকে নিয়ে অতীতেও কংগ্রেস ছাড়ার জল্পনা ছড়িয়েছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের 'ভরাডুবি'র পর হাত শিবিরের মধ্যেই বিদ্রোহের সুর চওড়া হয়েছিল। সেই সব 'বিদ্রোহী' কংগ্রেস নেতার মধ্যে ছিলেন মণীশও। তিনি দাবি করেছিলেন, কংগ্রেসের এই ভরাডুবির কারণ ইউপিএ সরকারের ব্যর্থতা কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত।

ধর্ষণের বদলা নিতে গণধর্ষণ, ভয়াবহ ঘটনা মধ্যপ্রদেশে

গোয়ালিয়র, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ধর্ষণের বদলা নিতে গণধর্ষণ! এমনই ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে মধ্য প্রদেশের মোরেনা জেলায়।

জানা গিয়েছে, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এক গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবার ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যে মহিলা প্রথমে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁর আত্মীয়রাই ধর্ষণে অভিযুক্তের স্ত্রীকে গণধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ। এমনকী গণধর্ষণের পর নির্যাতিতার

গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলা।

মধ্য প্রদেশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অম্বা শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে ঘটেছে এই গণধর্ষণের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ধর্ষণের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অভিযোগকারী মহিলাকে অনুরোধ করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন ধৃত ব্যক্তির স্ত্রী। সে সময়ই ওই মহিলাকে তিন জন মিলে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করায় গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।এর জেরে ওই মহিলার দেহের ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তিনি গোয়ালিয়রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা নিয়ে মহিলার স্বামী পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এমনকি এই ঘটনার একটি ভিডিয়োও ছড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'।

'ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা দুর্নীতিগ্রস্ত'

অমিতের নিশানায় কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল ও অন্যান্য জোট শরিকরা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি: বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কংগ্রেস-তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ । এ দিন বিজেপির সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দেশে দুর্নীতির জনক ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের জমানায় দেশের অর্থনীতি প্রথম স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে এসেছে।'

বিজেপির নিশানায় কংগ্রেসের পাশাপাশি উঠে এল তৃণমূল কংগ্রেসও । রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতি থেকে শুরু করে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি-সবকিছু নিয়েই তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এ দিন বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলকেও আক্রমণ করে বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের সব শরিকি দলই দুর্নীতিগ্রস্থ। তৃণমূল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে।' তাঁর সংযোজন, 'কংগ্রেস যেমন দুর্নীতি করে, তার জোটসঙ্গীরাও পিছিয়ে নেই। আপ মহল্লা ক্লিনিক নিয়ে দুর্নীতি করেছে। ঝাড়খণ্ডে এক সাংসদের বাড়ি থেকে ৩৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। ছত্তীসগঢ়ে মহাদেবের নামে জুয়া খেলানোর দুর্নীতি হয়েছে। ডিএমকে মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের

নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। শুধু এক জায়গা থেকেই ৫৫ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে! লালুজি ইতিমধ্যেই শাস্তি পাচ্ছেন, এখনও দুর্নীতি সামনে আসছে প্রতিনিয়ত।' তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে যেমন আক্রমণ করেন, তেমনই পরিবারতন্ত্র নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী যেমন তাঁর ছেলে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চান, শরদ পওয়ার তার মেয়েকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান, লালুজি নিজের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান, তেমনই মমতা দিদিরও লক্ষ্য তাঁর ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো।' রাজ্যে ভোটের সময় হিংসা ও বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গও তুলে আনেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'হিংসার জনক হল কংগ্রেস। দেশে অস্থিরতা ছড়িয়েছে কংগ্রেসই। কোন রাজ্যে নির্বাচনের সময় হিংসা হয়? আমি আপনাদের হিসাব দিতে চাই। কেরলে ১০০ জন কার্যকর্তা শহিদ হয়েছেন। ৩০০ কার্যকর্তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ক্ষমতায় কারা রয়েছে? ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক বিজেপি কর্মী নির্বাচনের সময় হিংসার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রতিবার নির্বাচনের সময় কারচুপি, হিংসা, খুন-খারাপি হয়। বিহারে আগে যখন জঙ্গলরাজ ছিল, তখনও এইরকম হিংসা হত।'

প্রসঙ্গত, আগের দিনের অধিবেশনেও উঠে এসেছিল বাংলার প্রসঙ্গ। সন্দেশখালির ঘটনা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র নিন্দা করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আজও বিজেপির তরফে যে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে, তাতে সন্দেহখালি প্রসঙ্গে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা নয়, গোটা মানবজাতির লজ্জা বলেও উল্লেখ করা হয়।

নাভালনির মৃত্যু ঘিরে রহস্য

বার্লিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি: পুতিন-বিরোধী নেতা আলেক্সেই নাভালনির মৃত্যু ঘিরে রহস্য। এখনও তাঁর মৃতদেহ ফেরানো হয়নি বলে দাবি ও ক্ষোভ তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমর্থকদের।

শনিবার মা লুদমিলা ও আইনজীবী লিওনিড সোলোভিভ রাশিয়ার সালেখার্দ শহরে পৌঁছন। নাভালনির মা সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করেন, আর্কটিক সার্কল জেলের তরফে সেখানেই আছে ৪৭ বছরের পুতিন-সমালোচক নাভালনির দেহ আছে বলে জানানো হলেও, সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, মর্গের দরজা বন্ধ। বহু কষ্টে জানা যায়, দেহ সেখানে নেই। নাভালনির মা জানিয়েছেন, তাঁদের বলা হয়েছে নাভালনির মৃত্যু সম্পর্কিত তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দেহ আত্মীয়দের দেওয়া হবে না। এমনকী, দেহ মর্গে নেই এমন কথা শোনা যেতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তবে রুশ প্রশাসনের একাংশের দাবি, দেহ ময়নাতদন্তে গিয়েছে। বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় রুশ প্রশাসন খুব সতর্ক রয়েছে। যদিও পুতিন সমালোচকদের দাবি, নাভালনির এত দিন বেঁচে থাকাটাই অনেক। পুতিন জমানায় তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলা সকলেরই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। সেই তালিকায় সম্প্রতি হত ইয়েভজেনি প্রিগোঝিন থেকে আলেকজান্ডার লিটভিনেঙ্কো, আনা পোলিটকোভস্কায়া, সের্গেই ম্যাগনিটস্কি, বরিস বেরেজভস্কি, বরিস

নেমটসভ-সহ বহু নাম রয়েছে। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন নাভালনি। তবে এর পরও থামেনি প্রতিবাদ। বরং নাভালনির মৃত্যুতে তা আরও তীব্রতর হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নাভালনির স্মরণে পথে নামার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। এমনকী কেউ কেউ পুতিনকে খুনি বলে অভিযুক্ত করে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিলে সামিল হন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্লিনে একটি মিছিল থেকে রুশ, জার্মান ও ইংরাজিতে ক্রমাগত পুতিন-বিরোধী স্লোগান দিয়ে যান তাঁরা। রুশ দূতাবাসের সামনে নিরাপত্তা আরও বাড়াতে হয় পুলিশকে। ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করা হয় রাস্তা।

লিথুয়ানিয়াতেও নাভালনির ছবি নিয়ে মিছিলে হাঁটেন মানুষ। সেই ছবির সামনে দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক, জ্বালানো হয় মোমবাতি। রোম, আমস্টারডাম, বার্সেলোনা, সোফিয়া, জেনিভা, দ্য হেগ, লিসবন ও আমেরিকা ছাড়াও প্রতিবাদ মিছিল দেখা গিয়েছে রাশিয়াতেও।

জরিমানা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের

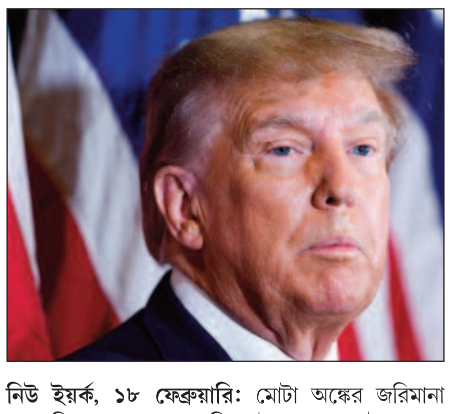

নিউ ইয়র্ক, ১৮ ফেব্রুয়ারি: মোটা অঙ্কের জরিমানা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। অভিযোগ, কম সুদে বেশি ঋণ পাওয়ার জন্য নিজের নির্মাণ ব্যবসার মোট সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন তিনি।

ওই মামলায় ট্রাম্পকে প্রায় ৩৫ কোটি ডলার জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত। তবে তা সুদ সহ তা বেড়ে ৪৫ কোটি ডলার হতে পারে। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, আগামী তিন বছর ট্রাম্প নিউ ইয়র্কের কোনও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারবেন না। এমনকী, এই তিন বছর তিনি নিউ ইয়র্কের কোনও সংগঠনের ডিরেক্টর পদেও থাকতে পারবেন না। ম্যানহাটনের এক আদালতে সেপ্টেম্বর থেকে একটানা এই মামলার শুনানি চলছিল। শুক্রবার শুনানি শেষ হয়। এরপরই বিচারপতি আর্থার এনগোরন এই রায় দেন।

উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে ফের লড়ার ক্ষেত্রে আদালতের এই রায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের জন্য নতুন করে বিপত্তি সৃষ্টি করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এই রায়ের বিরুদ্ধে পালটা লড়ার দাবি করেছেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা। বিচারপতি এনগোরনকে 'কুটিল' বলে সম্বোধন করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লিখেছেন, 'নির্বাচনের আগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এই রায় সম্পূর্ণ ভুল। এই অবিচার মানা যায় না।'

তবে শুধু ট্রাম্পই নন, তাঁর দুই ছেলে ডোনাল্ড জুনিয়র এবং এরিকও এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের ৪০ লক্ষ ডলার জরিমানা হয়েছে। দু'জনের ক্ষেত্রেই দু'বছরের জন্য নিউ ইয়র্কে ব্যবসা করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে রায়টিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন ডোনাল্ড জুনিয়র। আর এরিক বিচারপতিকে 'নিষ্ঠুর' বলে সম্বোধন করেছেন।

কানাডার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্কর

মিউনিখ, ১৮ ফেব্রুয়ারি: মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলির সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

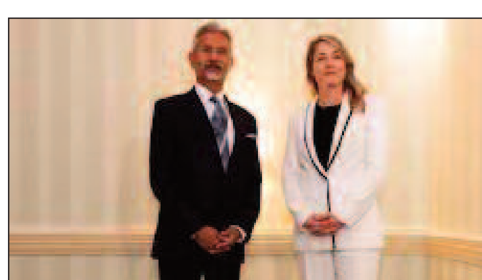

খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর খুনের অভিযোগে ভারতের সঙ্গে কানাডার সংঘাত চলছিলই। তার মধ্যেই সে দেশের নির্বাচনে নাক গলানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে। এর পর টানাপোড়েন আরও বেড়েছে। এ হেন পরিস্থিতিতে মিউনিখ সম্মেলনে জয়শঙ্কর-মেলানি বৈঠক হওয়াকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিদেশমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয়েছে। কানাডার বিদেশমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'কানাডা এবং ভারতের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে রাশিয়ার বেআইনি ভাবে ইউক্রেনে হামলা-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ও।'

সূত্রের খবর, কানাডার নির্বাচনে ভারতের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, এই বৈঠকে যুক্তি দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন জয়শঙ্কর। ভারত-কানাডার সম্পর্ক যাতে আরও তিক্ত না হয় এবং নাগরিকদের ওপর যেন এর প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করার দিকেও জোর দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছর গণমাধ্যমে কয়েকটি নথি ফাঁস হওয়ার পর কানাডার নির্বাচনে চিনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর নির্দেশে সে দেশের ফেডারেল কমিশনের তদন্তের সূত্র ধরে ভারতের নাম উঠে আসে। ২০১৯ ও ২০২১ সালের নির্বাচন ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে থেকে নথিও জমা দেয় কানাডা সরকার।

নয়াদিল্লিতে জি২০ শেষ হওয়ার পর থেকেই কানাডার সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে ভারতের। তবে লোকসভা ভোটের আগে কানাডা এবং আমেরিকার সঙ্গে মোদি সরকারের ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা অগ্রাধিকার বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Tender Notice

Ramakrishna Mission Sikshanamandira invites tender for (Second Call) -

1. Purchase and Installation of IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) Software with Perpetual/Lifetime License (eTender ID: 2024_DHE_668959_1) Published in WB NIC eTender Portal (wbtenders.gov.in)
Publication date : 19.02.2024

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.1205052/-**(Excl.GST&Cess).vid **NIT No. 34/84 to 36/86/XVFC-UNTIED&TIED/NIT/HGP/2024, dt.-19.02.2024.** The last Date of submission of Bids is **27.02.2024 up to 2.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

**Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.**

8EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 248, KOLKATA, MONDAY,
19 FEBRUARY 2024, PAGE 8

জয়সোয়ালের দিনে জাদেজার ঘূর্ণিতে দিশেহারা বাজবল, সিরিজে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টাম্প মাইক্রোফোনে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে বলতে শোনা গেল, আরেকটি উইকেট পেলেই দিনের খেলায় অতিরিক্ত ৩০ মিনিট পাওয়া যাবে। রাজকোটে ইংল্যান্ডকে শেষ করতে পঞ্চম দিনে ফেরার কোনো ইচ্ছা ছিল না ভারত অধিনায়কের। তা ফিরতেও হবে না তাদের। যশস্বী জয়সোয়ালের ছক্কা-বৃষ্টির দ্বিশতকের পর ইংল্যান্ডের সামনে ছিল এমন লক্ষ্য, যা বাজবলের জন্যও মনে হচ্ছিল অসম্ভব। সেই ৫৫৭ রান তাড়া করতে নেমে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ইংল্যান্ড, গুটিয়ে গেছে ১২২ রানেই। প্রথম ইনিংসে শতকের পর এবার ৫ উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

এ সিরিজে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপের ক্যারিয়ারের মোট রান ইংল্যান্ডের এক জো রুটের রানের চেয়েও কম, এমন পরিসংখ্যানও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ২২ বছর বয়সী ও ৬ টেস্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যশস্বী জয়সোয়ালের 'জয়স'বলের চাপ সামলাতে পারেনি ইংল্যান্ড। বিশাল লক্ষ্যে ১০ নম্বরে নামা উড খেলেছেন ১৫ বলে ৩৩ রানের ইনিংস, ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্কোর সেটিই। ভারত জিতেছে ৪৩৪ রানে, রানের হিসেবে যেটি তাদের সবচেয়ে বড় জয়। অন্যদিকে রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড এর চেয়ে বড় ব্যবধানে হেরেছে মাত্র একবার।

লক্ষ্য যতই হোক, ইংল্যান্ড রান তাড়ার দিকে যাবে, সেটি ধরে নেওয়ারই কথা অনেকের। তবে ইংল্যান্ড আদতে কী করতে চেয়েছে, সেটি বোঝার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল না তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজের করা প্রথম ২ ওভার মেডেনের পর বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন;তাঁরা সময় নিয়েই এগোতে চান। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান ডাকেটের রানআউটে পথটা হারাতে শুরু করে ইংল্যান্ড। মিড অন থেকে সিঙ্গেল চুরি করতে গিয়েছিলেন, তবে উইকেটের পেছন থেকে তৎপর ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে পেরে ওঠেননি ক্রলি ডাকে সাড়া না পেয়ে ক্রিজে ফিরতে চাওয়া ডাকেট।

বুমরার বলে জ্যাক ক্রলির পর রবীন্দ্র জাদেজার বলে জো রুট হন এলবিডব্লু, দুবারই আম্পায়ার্স কল বিপক্ষে গেছে ইংলিশদের। এ দুজনের মধ্যে ফেরেন ওলি পোপ ও জনি বেয়ারস্টো। পোপ স্লিপে ক্যাচ দেন জাদেজার বলে, বেয়ারস্টো এলবিডব্লুর সিদ্ধান্ত রিভিউ করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। রুট ফেরেন পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে, দলীয় ৫০ রানে। ওই ৫০ রানে বেন স্টোকস ও রেহান আহমেদকেও হারায় ইংল্যান্ড।

বেন ফোকস ও টম হার্টলি একটু প্রতিরোধ গড়েছিলেন টেস্টকে পঞ্চম দিনে নিয়ে যাওয়ার। জাদেজার চতুর্থ শিকার হয়ে থামতে হয় ফোকসকে, দিনে ৩০ মিনিট অতিরিক্ত খেলার সুযোগও তাতে তৈরি করে ভারত। টম হার্টলি এরপর বোল্ড হন আজই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে, মায়ের অসুস্থতায় যিনি টেস্ট ছেড়ে গিয়েছিলেন। মাঝে একবার জাদেজার বলে এলবিডব্লু হয়েছিলেন উড, তবে রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি থামেন জাদেজারই পঞ্চম শিকার হয়ে, ধরা পড়েন জয়সোয়ালের হাতে। শেষ পর্যন্ত দিনটি তো জয়সোয়ালেরই!

সকালের সেশনে অবশ্য ইংল্যান্ডকে হতাশ করেন এমনকি 'ব্যাটসম্যান' কুলদীপ যাদবও। শুবমান গিলের সঙ্গে তাঁর জুটিতে ৫০ রান উঠে যায়। প্রথম ঘণ্টার শেষদিকে গিয়ে প্রথম উইকেট হারায় ভারত, কুলদীপের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে শতক থেকে ৯ রান দূরেই থামতে হয় গিলকে। গতকাল রিটায়ার্ড হয়ে উঠে যাওয়া জয়সোয়াল নামেন এরপর। ৯১ বলে ২৭ রান করে থামেন কুলদীপ, এরপর রাজকোটে চলে জয়সোয়াল ও সরফরাজের শো।

১৪৯ রানে অপরাজিত থেকে, সরফরাজের সঙ্গে জুটিতে দ্রুতই ৫৬ রান তুলে ও ভারতের লিডকে ৪৪০ রানে নিয়ে মধ্যাহ্নবিরতিতে যান জয়সোয়াল। পরের সেশনে তাঁর সামনে আরও অসহায় হয়ে পড়ে ইংল্যান্ড, কম যাননি সরফরাজও। সেশনের তৃতীয় ওভারে জেমস অ্যান্ডারসনকে টানা তিনটি ছক্কা মারেন জয়সোয়াল, ইতিহাসের সফলতম পেসারকেও তখন মনে হচ্ছিল দিশেহারা। ইতিহাসের মাত্র সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের প্রথম তিনটি শতককেই ১৫০-তে রূপ দিয়েছেন জয়সোয়াল।

মাঝে ৫ ওভারে কোনো বাউন্ডারি আসেনি, রুটকে পরপর দুটি চার মেরে সে খরা কাটান সরফরাজ। রুটকে টানা দুটি ছক্কা মেরে ওয়াসিম আকরামের এক ইনিংসে ১২ ছক্কার ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন জয়সোয়াল, ওই ওভারের প্রথম বলে সিঙ্গেল নিয়ে ক্যারিয়ার ও সিরিজের দ্বিতীয় দ্বিশতকও পেয়ে যান। তার আগেই অভিষেক টেস্টে দ্বিতীয় অর্ধশতক পূর্ণ করেন সরফরাজ, এবার লাগে ৬৪ বল।

জয়সোয়ালের দ্বিশতক পূর্ণ করার ওই ওভারশেষে অধিনায়ক ইনিংস ঘোষণা করেছেন ভেবে উঠে যাচ্ছিলেন দুই ব্যাটসম্যান, যদিও 'বিস্মিত' রোহিত ফিরিয়ে দেন তাঁদের। সেটি অবশ্য ১ ওভারের জন্যই, রেহানের করা ওই ওভারে ১টি চারের সঙ্গে ২টি ছক্কা আসে; সবকটিই মারেন সরফরাজ। ওয়াসিমকে তাই ছাড়িয়ে যাওয়া হয়নি জয়সোয়ালের, তবে রাজকোটের দর্শকদের দাঁড়ানো অভিবাদনের মধ্যে মাঠ ছেড়েছেন ঠিকই। বিনোদ কাম্বলি (২১ বছর ৫৪ দিন) ও ডন ব্র্যাডম্যানের (২১ বছর ৩১৮ দিন) পর তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে দুটি দ্বিশতক পেলেন জয়সোয়াল (২২ বছর ৪৯ দিন)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ৪৪৫ ও ৯৮ ওভারে ৪৩০/৪ ডি. (জয়সোয়াল ২১৪*, গিল ৯১, সরফরাজ ৬৮* ; হার্টলি ১/৭৮, রেহান ১/১০৮, রুট ১/১১১)।

ইংল্যান্ড ৩১৯ ও ৩৯.৪ ওভারে ১২২ (উড ৩৩, হার্টলি ১৬, ফোকস ১৬; জাদেজা ৫/৪১, কুলদীপ ২/১৯, বুমরা ১/১৮)

ফল ভারত ৪৩৪ রানে জয়ী

ম্যান অব দ্য ম্যাচ রবীন্দ্র জাদেজা

ছক্কার সঙ্গে জয়ের রেকর্ড ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রানের হিসাবে ভারতের বৃহত্তম জয়। আগের সর্বোচ্চ ছিল ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়াংখেড়েতে। ভারত সেবার জিতেছিল ৩৭২ রানে। রান তাড়া করতে নেমে এর চেয়ে বেশি ব্যবধানে ইংল্যান্ড হেরেছে মাত্র একবার;১৯৩৪ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। সেবার ৭০৮ রানের লক্ষ্যে ১৪৫ রানে অলআউট হয়েছিল ইংলিশরা।

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কায় ওয়াসিম আকরামের রেকর্ডে ভাগ বসালেন যশস্বী জয়সোয়াল। ভারতের হয়ে আগের রেকর্ডটি ছিল যৌথভাবে নভজোত সিং সিধু (১৯৯৪ সালে লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে) ও মায়াঙ্ক আগারওয়ালের (২০১৯ সালে ইন্দোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে)। দুজনেই মেরেছিলেন ৮টি করে ছক্কা। সিরিজে জয়সোয়ালের ছক্কা। দুই টেস্ট হাতে রেখেই এক সিরিজে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন জয়সোয়াল। আগের রেকর্ডটাও এক ভারতীয়র। ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে ১৯টি ছক্কা মেরেছিলেন রোহিত শর্মা। ভারতও দলীয় ছক্কার নতুন রেকর্ড গড়েছে। রাজকোটে তারা মেরেছে ২৮টি ছক্কা। আগের সর্বোচ্চ ছিল তাদেরই, ২০১৯ সালে বিশাখাপট্টনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তারা মেরেছিল ২৭টি ছক্কা।

দুটি ম্যাচ এখনো বাকি, তবে সিরিজের ছক্কার সংখ্যায় ভারতের রেকর্ড হয়ে গেছে। এ সিরিজে এখন পর্যন্ত তাদের ছক্কা ৪৮টি। এখানেও আগের রেকর্ড ছিল তাদের, ২০১৯ সালের ওই সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচে তারা মেরেছিল ৪৭টি ছক্কা।

ক্যারিয়ারের সপ্তম টেস্টে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করলেন জয়সোয়াল। রাজকোট টেস্ট শুরুর দিন তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর ৪৯ দিন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে শুধু বিনোদ কাম্বলি (২১ বছর ৫৪ দিন) ও ডন ব্র্যাডম্যানের (২১ বছর ৩১৮ দিন)। ২১৪ রানের ইনিংসে জয়সোয়ালের স্ট্রাইক রেট। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটের ডাবল সেঞ্চুরি ইনিংস আছে ৩টি। ৩টিই ১০০-এর ওপর স্ট্রাইক রেট, ৩টিই খেলেছিলেন বীরেন্দর শেবাগ।

জয়সোয়াল ও সরফরাজ খানের জুটির রান রেট। কমপক্ষে ১৫০ রান উঠেছে, এমন জুটিতে ভারতের যা সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল ৫.৮৬। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুজন ১৬৮ রান যোগ করেছিলেন ওভারপ্রতি ৫.৮৬ রান তুলে। প্রথম ইনিংসে ৪৪৫ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪৩০ রান তুলেছে ভারত। নিজেদের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয়বার এক ম্যাচে দুবার ৪০০ পেরোল দলটি। আগের দুটি ঘটনা ছিল ২০০৫ সালে কলকাতায় পাকিস্তান ও ২০০৯ সালে আহমেদাবাদে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ৫ উইকেটের দেখা পেলেন জাদেজা।

মনোজের শেষ ম্যাচে বিহারকে হেলায় হারিয়ে রনজি অভিযান শেষ করল বাংলা

মনোজ তেয়ারি ক্রিকেট জীবন থেকে অবসর নিলেন। বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সংবর্ধনা দিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় দিনের লাঞ্চের আগেই খেল খতম! দুর্বল বিহারকে এক ইনিংস ও ২০৪ রানে হারিয়ে এবারের মতো রনজি ট্রফির মরশুম শেষ করল বাংলা। এবং একইসঙ্গে শেষ হল মনোজ তিওয়ারির ২০ বছরের প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারের সুবর্ণ অধ্যায়।

ইডেন গার্ডেন্সের চেনা ঘাসের পিচে বিহারের ব্যাটিংকে ১১২ রানে গুটিয়ে, একাই শেষ করে দেন মুকেশ কুমার। প্রথম ইনিংসে ১৮ রানে ৪ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ঝুলিতে এল ৩২ রানে ৬ উইকেট। অন্যদিকে সুরজ সিন্ধু জসওয়াল এবার নিলেন ৩৪ রানে ৪ উইকেট। প্রথম ইনিংসে এই তরুণ ডানহাতি বোলার নিয়েছিলেন ৪৭ রানে ৪ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বিহারের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ১ উইকেটে ৩২ রান। তবে তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের আগেই বিহারের বাকি ৯টি উইকেট তুলে নিল বাংলার পেস বাহিনী। বাংলার বোলিংকে নেতৃত্ব দিলেন মুকেশ। তাঁর আগুনে বোলিংয়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকল বঙ্গ অধিনায়কের শেষ ম্যাচ। জেতার পর সতীর্থদের কাঁধে চেপে প্রিয় ইডেন গার্ডেন্স ছাড়েন বঙ্গ অধিনায়ক। তবে মাঠ ছাড়ার আগে ক্রিকেটের নন্দন কাননকে প্রণাম করেন বাংলার বহু যুদ্ধের নায়ক।

এদিকে বিহারের কোনও ব্যাটারই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারলেন না। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করলেন এস গনি। তাঁর ব্যাট থেকে এল ২৮ রান। বিপিন সৌরভ (২২) এবং পরমজিৎ সিং (২৩) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া ২৪ রান করেছেন ওপেনার মাহরুর। তবে বড় ব্যবধানে জিতলেও, বাংলাকে এবার লিগ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হল।

গোটা দলের একটি ছবি এবং সব ক্রিকেটারের সই করা একটি বাঁধানো জার্সি উপহার দেওয়ার হয়। মনোজের হাতে উপহার তুলে দেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। এদিকে এদিন বিকালেই মনোজকে সংবর্ধনা জানাবে সিএবি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রান এবং অবসরের জন্য সংবর্ধনা জানাবে বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা। তাঁকে সম্মান জানাবেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

বদলি নেমেই গোল করলেন বিদায়ের পথে থাকা এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফরাসি লিগ 'আঁ'র ম্যাচে গতকাল রাতে শুরুর একাদশে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপ্পে। পিএসজিকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার কারণে তাঁকে একাদশের বাইরে রাখা কি না, এমন প্রশ্ন ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কেউ কেউ একে এমবাপ্পের জন্য 'শাস্তি' হিসেবেও দেখছিলেন।

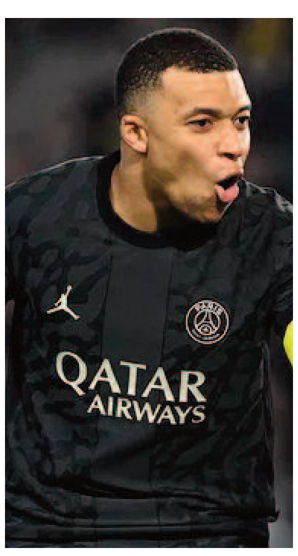

কিন্তু ম্যাচে লড়াই করতে থাকা পিএসজিকে শেষ পর্যন্ত মাঠে নামাতেই হলো এমবাপ্পেকে। ৬২ মিনিটে মাঠে নেমে গোলও করেছেন এই ফরাসি তারকা। নঁতের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে পিএসজি।

প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন প্রথমার্ধে মোটেই ভালো খেলতে পারেনি পিএসজি। বিরতির আগমুহূর্তে নঁতের গোল বাতিল না হলে পিছিয়েও যেতে পারত তারা। বাতিল হওয়া গোল বাদ দিলে নঁতেও অবশ্য খুব একটা ভালো খেলতে পারেনি।

বিরতির পরও পিএসজিকে সেরা ছন্দে দেখা যাচ্ছিল না। এর মধ্যেই অবশ্য ধুঁকতে থাকা পিএসজিকে স্বস্তি এনে দেন লুকাস হার্নান্দেজ। ম্যাচের ৬০ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। এই গোলের দুই মিনিট পরেই মাঠে নামেন এমবাপ্পে।

এমবাপ্পে মাঠে নামার পর গতি আসে পিএসজির খেলায়। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে পেনাল্টিও আদায় করে নেন এই ফরোয়ার্ড। বক্সের ভেতর বলের দখল নিতে গিয়ে তাঁকে ফেলে দেন ডগলাস আগুস্তো। স্পট কিক থেকে এমবাপ্পে লক্ষ্যভেদ করে নিশ্চিত করেন দলের জয়। এ জয়ে ২২ ম্যাচে ১৬ জয়, ৫ ড্র এবং ১ হারে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষস্থান আরও সংহত করল পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিসের চেয়ে ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেল তারা।

এমবাপ্পেকে বেঞ্চে বসানো নিয়ে নানা আলোচনা থাকলেও দলবদল,বিশেষজ্ঞ ও ইতালিয়ান সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, তাঁকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত মূলত কোচের ছিল, ক্লাব কর্তৃপক্ষের নয়। মূলত চ্যাম্পিয়নস লিগ ম্যাচের পর দলের অন্যতম সেরা তারকাকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

ম্যাচ শেষে প্রথমার্ধে ভালো করতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন পিএসজি কোচ এনরিকে, 'এটা কঠিন ছিল। যখন একটি দল জায়গা কম দেয় এবং শারীরিকভাবে উজ্জীবিত থাকে, তখন জায়গা পাওয়া কঠিন। প্রথমার্ধে আমরা খুব একটা উজ্জীবিত ও গতিময় ছিলাম না, যা আমাদের ভুগিয়েছে। কিন্তু এরপর আমাদের প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভাগ্যের কিছুটা সহায়তা নিয়ে আমরা গোল আদায় করি। আমাদের জন্য পরপর তিনটি জয় পাওয়া এবং তালিকার শীর্ষে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

৯ শট নিয়ে গোল পাননি হলান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩১ শট নিয়ে মাত্র ১ গোল। চেলসির বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির দাপট ও হতাশা দুটিই যেন এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। ঘরের মাঠে একের পর এক আক্রমণে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি পেপ গার্দিওলার দল। চেলসির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা।

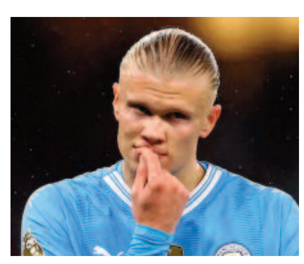

সিটির এ হতাশার দিনে সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছেন দলের মূল স্কোরার আর্লিং হলান্ড, যিনি ৯টি শট নিয়েও কোনো গোলের দেখা পাননি। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে এত শট নিয়ে গোল না পাওয়ার ঘটনা আর ঘটেনি হলান্ডের। ম্যাচ শেষে চেলসির বিপক্ষে হলান্ডের গোলহীন থাকা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে সিটি কোচ গার্দিওলাকেও। তিনি অবশ্য গোল না পাওয়ায় হলান্ডকে দোষ দিতে চান না।

ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেছেন, '৯টি শট নেওয়া ভালো ব্যাপার। পরের ম্যাচে সে গোল পাবে।' গোলের ব্যাপারে হলান্ডকে পরামর্শ দেওয়া নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'আমি ১১ বছর ফুটবল খেলোয়াড় ছিলাম এবং গোল করেছি ১১টি। স্ট্রাইকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সঠিক মানুষ আমি নই।'

গার্দিওলা যোগ করেন, 'আমরা সুযোগ তৈরি করেছি। সে,ও সুযোগ পেয়েছে এবং পরেরবার নিশ্চয় সে গোল করবে। আমি তাকে দোষ দেব না। এটা ফুটবল, সে,ও একজন মানুষ।'

হলান্ডকে দোষ না দিলেও সিটির প্রথমার্ধের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি নন গার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলেছি। তবে প্রথমার্ধে আমরা নিজেদের মতো করে খেলতে পারিনি। এ ধরনের দলের সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমাদের ৯০ মিনিটই ভালো খেলতে হবে। শুধু এক অর্ধ ভালো খেললে চলবে না।'

গার্দিওলার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন সিটিকে হার এড়ানো গোল এনে দেওয়া রদ্রি। ম্যাচ শেষে এই সিটি মিডফিল্ডার বলেছেন, 'আমাদের প্রথমার্ধ ভালো ছিল না। আমরা আরেকবার সহজ গোল হজম করেছি। আমাদের রক্ষণে আরও ভালো করতে হবে।'

সিটি পরের ম্যাচ খেলবে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে পয়েন্ট হারালে প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে বেশ চাপে পড়বে ইতিহাদের ক্লাবটি।

জয়সোয়ালের ১২ ছক্কায় ফিরলেন শেখুপুরার ওয়াসিম আকরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর একটি ছক্কা, তাহলেই টেস্টে এক ইনিংসে ছক্কার বিশ্ব রেকর্ডটা একান্তই নিজের হয়ে যায় যশস্বী জয়সোয়ালের। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এমন সময়েই কিনা ইনিংস ঘোষণা করে দিলেন! টেস্টে ছক্কার রেকর্ডটার কথা কি রোহিতের জানা ছিল না!

আজ রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরি করার পথে ১২টি ছক্কা মেরেছেন ভারতের ওপেনার জয়সোয়াল। তাতে ওয়াসিম আকরামের ২৮ বছরের পুরোনো বিশ্ব রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন ২২ বছর বয়সী ভারতীয় ব্যাটসম্যান। জয়সোয়াল মনে করিয়ে দিয়েছেন ২৮ বছর আগে শেখুপুরা টেস্টে ওয়াসিম আকরামের অবিশ্বাস্য সেই ইনিংসকেও।

পাকিস্তানের শেখুপুরা স্টেডিয়ামে সেটিই ছিল প্রথম টেস্ট ম্যাচ। সেই ম্যাচেই কী ওয়াসিম আকরামের এই কীর্তি। ওপেনার গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ও আটে নামা পল স্ট্র্যাংয়ের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রান করে জিম্বাবুয়ে। এরপর জিম্বাবুয়ের বোলাররা ২৩৭ রানেই পাকিস্তানের ৭ উইকেট তুলে নিয়ে লিড নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তরুণ সাকলায়েন মুশতাককে নিয়ে জিম্বাবুইয়ানদের সেই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বানিয়ে ফেলেন ওয়াসিম আকরাম।

দ্বিতীয় দিনের শেষের দিকে পাকিস্তানের ৬ উইকেট পড়ার পর ওয়াসিম আকরাম যখন ব্যাটিং করতে নামেন, পাকিস্তানের রান তখন ১৮৩। মঈন খানকে নিয়ে দিনটা যখন পার করে দিলেন, পাকিস্তান অধিনায়কের রান ৫। তৃতীয় দিন সকালেই মঈনের বিদায়ের পর সাকলায়েনের সঙ্গে জুটি বেঁধে পুরো দিনটা পার করে দেওয়া আকরামকে চতুর্থ দিনেও আউট করতে পারেননি জিম্বাবুয়ের বোলাররা। ফল, এক ইনিংসেই ছক্কার রেকর্ডসহ আরও একগাদা রেকর্ডের মালিক হয়ে যান তর্কযোগ্যভাবে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা বাঁহাতি পেসার।

সেই ইনিংসে ১২টি ছক্কা মেরে আকরাম ভাঙেন ৬৩ বছরের পুরোনো রেকর্ড। ১৯৩৩ সালে ইংলিশ কিংবদন্তি ওয়ালি হ্যামন্ড অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১০টি ছক্কা মেরেছিলেন। আকরামের সেই ছক্কার রেকর্ড এরপর বেশ কয়েকবারই হুমকির মুখে পড়েছে।

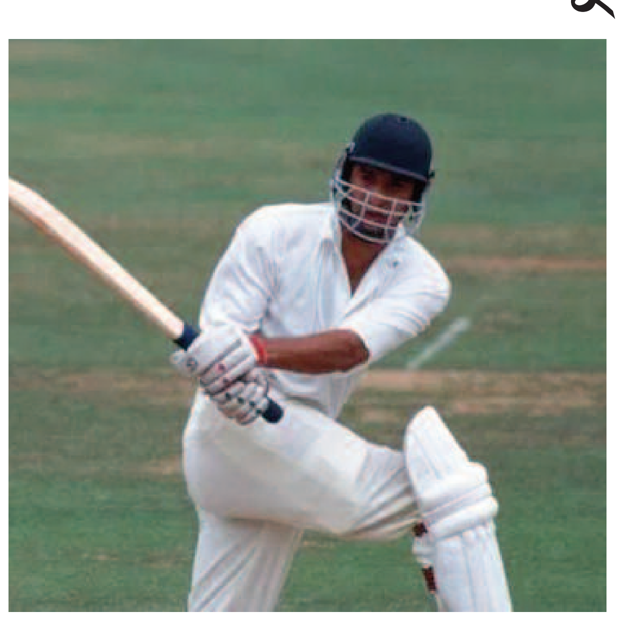

জয়সোয়ালের আগে পাঁচজন ব্যাটসম্যান ছয়বার আকরামের রেকর্ড ছোঁয়ার খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের সবাই থেমে গেছেন ১১টি ছক্কায়।

শেখুপুরায় সেই ইনিংসে ২৫৭ রানে অপরাজিত ছিলেন আকরাম। টেস্টে ৮ কিংবা এর নিচে ব্যাটিংয়ে নেমে যা এখনো সর্বোচ্চ। আকরাম ভেঙেছিলেন এক পাকিস্তানিরই রেকর্ড। ১৯৫৫ সালে লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আটে নেমে ২০৯ রান করেছিলেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার ইমতিয়াজ আহমেদ। এরপর টেস্টে ৮ নম্বরে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন আর একজনই। ২০১৯ সালে ব্রিজটাউনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২ রান করেছিলেন জেসন হোল্ডার।

টেস্টে এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডও করেছিলেন আকরাম। শেখুপুরায় পাকিস্তান ব্যাট করেছিল এক ইনিংস। এই রেকর্ডেও ১৯৩৩ সালের ওয়ালি হ্যামন্ডকে পেছনে ফেলেছিলেন আকরাম। ২০১৯ সালের বিশাখাপট্টনম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৩টি ছক্কা মেরে আকরামের রেকর্ড ভেঙে দেন ভারতের রোহিত শর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচে জোড়া সেঞ্চুরি করার পথে ভারতীয় ওপেনার প্রথম ইনিংসে ৬টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭টি ছক্কা মারেন। শেষ হওয়া রাজকোট টেস্টে ১২টি ছক্কা নিয়ে আকরামের পাশে বসেছেন জয়সোয়ালও।

২৫৭ রান করার পথে ৩৬৩ বল খেলেছিলেন আকরাম। আটে নেমে সবচেয়ে বেশি বল খেলার রেকর্ড এটিই। ৩১৩ রানের অষ্টম উইকেট জুটিতে আকরামের সঙ্গী সাকলায়েন খেলেছিলেন ৩৫৯ বল, যা ৯ নম্বর কোনো ব্যাটসম্যানের এক ইনিংসে খেলা সবচেয়ে বেশি বল। সাকলায়েন করেছিলেন ৭৯ রান। আকরাম পেছনে ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার বব টেলরকে। ১৯৭৯ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আটে নেমে ৩০০ বলে ৯৭ রান করেছিলেন টেলর।

আকরাম-সাকলায়েনের ৩১৩ রানের জুটি অষ্টম উইকেটে বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে ছিল ১৪ বছর। ২০১০ সালে যা ভেঙে দেন জোনাথন ট্রট ও স্টুয়ার্ট ব্রড। সেটি আবার পাকিস্তানের বিপক্ষেই। লর্ডসে অষ্টম উইকেট জুটিতে দুজন যোগ করেছিলেন ৩৩২ রান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**